বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২০-২০২১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২০-২০২১

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)

প্রকাশকাল

অক্টোবর, ২০২১

প্রকাশক

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
১৫৩, পাইওনিয়ার রোড,
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।
ই-মেইলঃ info@bomd.gov.bd
www.bomd.gov.bd অথবা বিএমডি.বাংলা
www.facebook.com/emrdbmd

নির্দেশনায়

জনাব মোঃ নুরুন্নবী
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)

সম্পাদনা কমিটি

১. জনাব মোঃ আবুল বাসার সিদ্দিক আকন, পরিচালক (উপসচিব)
২. জনাব মোঃ মামুনুর রশীদ, উপপরিচালক
৩. জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান, উপপরিচালক (খনি ও খনিজ) (চ.দা.)
৪. মোসাঃ মাহবুবা খাতুন, সহকারী পরিচালক (ভূতত্ত্ব)
৫. জনাব আজিজুল হক, সহকারী পরিচালক (ভূ-রসায়ন)

নসরুল হামিদ, এমপি
প্রতিমন্ত্রী
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি) প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করছে জেনে আমি আনন্দিত। প্রতিষ্ঠানটির এ উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এর সাথে জড়িত সকলের প্রতি রইল আমার শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে খনিজ সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। সরকার এ খনিজ সম্পদের গুরুত্ব বিবেচনায় এর বিভিন্ন উৎস অনুসন্ধান, উন্নয়ন ও আহরণে নিয়েছে নানান পদক্ষেপ। তেল ও গ্যাস ব্যতীত দেশের প্রধান প্রধান অন্যান্য খনিজ সম্পদ যেমন-কয়লা, কঠিন শিলা, পাথর, সিলিকা বালু, খনিজ বালু, সাদা মাটি ইত্যাদির খনি ও কোয়ারি ইজারা প্রদান, বিভিন্ন খনিজের অনুসন্ধান লাইসেন্স প্রদান, রয়্যালটি ধার্য ও আদায় করার মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে বিএমডি সরকারি রাজস্ব আয় বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। আমি আশা করি, প্রতিষ্ঠানটির সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী নিষ্ঠা ও সততার সাথে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে বর্তমান সরকারের নেতৃত্বে দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় আরও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

আমি, খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশনার সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

নসরুল হামিদ, এমপি

মোঃ আনিছুর রহমান
সিনিয়র সচিব
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি) কর্তৃক গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ সব তথ্যাবলী নিয়ে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই। এ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য শুভকামনা রইলো।

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি) সরকারের একটি রাজস্ব আদায়কারী প্রতিষ্ঠান। সারা দেশে প্রাপ্ত খনিজ সম্পদের (তেল ও গ্যাস ব্যতীত) বিভিন্ন উৎস অনুসন্ধান, খনি ও কোয়ারি ইজারা প্রদান করে থাকে প্রতিষ্ঠানটি। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজন্ম লালিত স্বপ্ন ছিল 'দারিদ্র্য ও ক্ষুধামুক্ত, দুর্নীতি ও শোষণহীন সমৃদ্ধ এক সোনার বাংলাদেশ গড়ে তোলা'। এ স্বপ্ন বাস্তবায়নে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার হাতে নিয়েছেন বিভিন্ন স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) এবং রূপকল্প ২০৪১। এসডিজি ৯.২ অনুযায়ী অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই শিল্পায়নের প্রবর্ধন করা এবং ৯.৪ অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে দেশের নিজস্ব সামর্থ্য অনুযায়ী অবকাঠামোর উন্নয়নসহ শিল্পকারখানার ব্যাপক সংস্কার সম্পন্ন করা। বিএমডি সংশ্লিষ্ট খনিজ সম্পদ যেমন কয়লা, কঠিন শিলা, পাথর, সিলিকা বালু, সাদামাটি, খনিজ বালু ইত্যাদির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এসব লক্ষ্য পূরণে অনুঘটক হিসেবে কাজ করছে। এর মধ্যে বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি হতে উত্তোলিত কয়লা দ্বারা বড়পুকুরিয়া তাপ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে বর্তমানে ৪৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করে জ্বালানি অবকাঠামো, জ্বালানি দক্ষতা ও জ্বালানি নিরাপত্তা সমৃদ্ধ করছে। এছাড়া খনি ও কোয়ারি এলাকায় হাজার হাজার মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে। এই ধারা অব্যাহত থাকলে রূপকল্প ২০৪১ অনুযায়ী ২০৩১ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্য দূর করা সম্ভব হবে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হার ৩% এর নিচে নামিয়ে আনা সম্ভব হবে।

বর্তমান চলমান বিভিন্ন মেগা প্রকল্পে ব্যবহৃত বিভিন্ন খনিজ সম্পদের উত্তোলন, আহরণ ও সংরক্ষণে বিএমডি ভূমিকা পালন করে টেকসই অবকাঠামো নির্মাণে সহায়তা করে বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বিভিন্ন খনি ও কোয়ারি গেটেজভুক্তকরণ এবং ইজারা প্রদানে রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায় করে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বহুগুণ বাড়াতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে বিএমডির কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ। বর্তমান কোভিড প্যানডেমিকেও প্রতিষ্ঠানটির মাত্র ২৩ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী অক্লান্ত পরিশ্রম করে তাদের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে এবং ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)-এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

আমি মনে করি এ প্রকাশনার মাধ্যমে তথ্য প্রাপ্তির অধিকার আরও জোরদার হবে এবং প্রতিষ্ঠানটির কর্মকাণ্ড সম্পর্কে দেশবাসী সম্যক অবহিত হবে। এ প্রতিবেদনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা।

মোঃ আনিছুর রহমান

মোঃ নুরুন্নবী
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

মুখবন্ধ

খনিজ সম্পদই হচ্ছে যে কোন দেশের সবচেয়ে বড় প্রাকৃতিক সম্পদ। খনি ও খনিজ সম্পদ (নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন) আইন, ১৯৯২ এর ৩৯ নং আইনের ৪ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতায় ২০১২ সালে প্রণীত হয় খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২। তেল, গ্যাস ও সাধারণ বালু ব্যতীত দেশের অভ্যন্তরে প্রাপ্ত খনিজ সম্পদ এর সার্বিক ব্যবস্থাপনাসহ অনুসন্ধান লাইসেন্স, খনি ইজারা ও কোয়ারি ইজারা প্রদান করে থাকে খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)। এটি একটি রাজস্ব আদায়কারী প্রতিষ্ঠান।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ধারাবাহিক নেতৃত্বে একদিকে অর্থনৈতিক ও শিল্প খাতে দীর্ঘমেয়াদী ও টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে, অন্যদিকে অবকাঠামো ও সামাজিক খাতে দ্রুত উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সরকার অর্থনীতির কাঠামোগত রূপান্তরের লক্ষ্যে নানামুখী উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এ সব উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রয়োজন হচ্ছে বিভিন্ন ধরণের খনিজ সম্পদ। করোনা মহামারীর কারণে বিএমডির ২০২০-২০২১ অর্থবছরের সার্বিক কার্যক্রম কিছুটা ব্যাহত হলেও প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে কাজ করার ফলে লক্ষ্যমাত্রার অধিক রাজস্ব আদায় সম্ভব হয়েছে। বিএমডিকে একটি গতিশীল প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে বিএমডির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যথাযথ ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন ও মানব সম্পদ উন্নয়নে খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি) সর্বদা সচেষ্ট। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বিএমডি কর্তৃক গৃহীত এবং বাস্তবায়িত বিভিন্ন উদ্যোগ/কর্মসূচি, কর্মপরিকল্পনা, রাজস্ব আদায়, ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা এবং কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরও সক্ষমতা প্রকাশ পাবে বলে আমি আশা করছি।

পরিশেষে, ধৈর্য ও নিষ্ঠার সাথে যথাসময়ে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজটি সম্পন্ন করায় আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মোঃ নুরুন্নবী

মোঃ আবুল বাসার সিদ্দিক আকন
পরিচালক (উপসচিব)
খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

সম্পাদকীয়

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর বাস্তবায়িত কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সংকলিত করে বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২০২১ প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রতিবেদনের মাধ্যমে বিএমডির সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের তথ্যচিত্র ফুটে উঠবে বলে আমি মনে করি।

খনিজ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য ১৯৬২ সালে তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্প ও প্রাকৃতিক সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রাদেশিক সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের অধীন প্রতিষ্ঠা লাভ করে খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)। খনি ও খনিজ সম্পদ (নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন) আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সালের ৩৯নং আইন) এবং উক্ত আইনের ৪ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতায় খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ প্রণীত হয়। বিএমডি বর্ণিত বিধিমালার আলোকে সারা দেশে প্রাপ্ত খনিজ সম্পদের যথাযথ ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি অনুসন্ধান লাইসেন্স, খনি ও কোয়ারি ইজারা প্রদান করে থাকে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সোনার বাংলা বিনির্মাণের স্বপ্ন দেখেছিলেন যা বাস্তবায়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। স্বপ্নের সোনার বাংলার উন্নয়নে গ্রহণ করা হয়েছে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা 'রূপকল্প ২০৪১' যার প্রধান লক্ষ্যই হচ্ছে দারিদ্র্য বিমোচন করে বাংলাদেশকে উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করা। উন্নত দেশে পদার্পণের অংশ হিসেবে দেশের ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন অতীব জরুরি। এ অবকাঠামোগত উন্নয়নে প্রয়োজন সাধারণ পাথর, কঠিন শিলা, সিলিকা বালু, সাদামাটিসহ বিভিন্ন খনিজ সম্পদ। এসব খনিজ সম্পদ আহরণের ফলে সরকারি কোষাগারে জমা হচ্ছে বিপুল পরিমান রাজস্ব। বিগত ৫ বছরে বিএমডির রাজস্ব আয় পূর্বের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ছাড়া, এসব খনিজ সম্পদ উত্তোলন, আহরণ ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ জনগোষ্ঠীর জীবিকা নির্বাহের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নের জন্য বিএমডি সর্বদা কাজ করে যাচ্ছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে বিএমডি সেবা প্রত্যাশীদেরকে ডিজিটাল সেবা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বার্ষিক প্রতিবেদনে বিএমডির ধারাবাহিক অগ্রগতি ও সার্বিক কর্মকাণ্ডসমূহ প্রতিফলিত হয়েছে। খনিজ সম্পদ খাতের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজন বিএমডির উদ্যোগে সম্পাদিত কার্যক্রম ও কর্মপ্রয়াস সম্পর্কে জানার সুযোগ পাবেন। বিএমডির মহাপরিচালক মহোদয়ের সার্বিক দিক-নির্দেশনা এবং কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সম্পাদনা পরিষদের নিরলস কর্মপ্রচেষ্টায় ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হলো।

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২০২১ বিএমডির বিভিন্ন শাখা থেকে সম্পাদিত কার্যক্রমের সমন্বয়ে প্রস্তুত করা হয়েছে। বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশনায় যদি অনিচ্ছাকৃত কোনো ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, পরবর্তী প্রতিবেদনে তা সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। করোনা ভাইরাসের প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সিনিয়র সচিব মহোদয় ও সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীকে সহযেগিতার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

মোঃ আবুল বাসার সিদ্দিক আকন

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
০১	খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর পরিচিতি	০১
০২	প্রধান কার্যাবলি	০১
০৩	খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরোর সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen's Charter)	১-১১
০৪	সাংগঠনিক কাঠামো	১২
০৫	জনবল কাঠামো	১৩
০৬	বর্তমানে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের নামের তালিকা	১৪-১৬
০৭	খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ এর আওতায় গঠিত বিভিন্ন কমিটি	১৭
০৮	খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে গঠিত বিভিন্ন কমিটি	১৮-২০
০৯	দেশে আবিষ্কৃত উল্লেখযোগ্য খনিজ সম্পদসমূহ	২১-২৮
১০	২০২০-২১ অর্থবছরে বিভিন্ন খনিজ হতে আদায়কৃত রাজস্ব	২৮
১১	খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক বিভিন্ন খনি এবং কোয়ারি পরিদর্শন	২৯-৩১
১২	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA)	৩১
১৩	২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মূল্যায়ন প্রতিবেদন ছক	৩২-৩৫
১৪	ফটো গ্যালারী, ২০২০-২১	৩৬-৪১
১৫	মুজিববর্ষ উদযাপন	৪২
১৬	২০২০-২০২১ অর্থবছরে খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর সার্বিক কর্মকাণ্ড ও সাফল্য	৪৩
১৭	বিএমডির আর্থিক কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	৪৩
১৮	মানব সম্পদ উন্নয়ন	৪৪
১৯	সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ	৪৪
২০	ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা	৪৫
২১	উপসংহার	৪৫

১.০ খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর পরিচিতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অধীনে খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর কার্যক্রম সম্পাদিত হয়। ১৯৬২ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্প ও প্রাকৃতিক সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় প্রাদেশিক সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের অধীন এ ব্যুরো প্রতিষ্ঠিত হয়। খনি ও খনিজ সম্পদ (নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন) আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সালের ৩৯ নং আইন) এবং উক্ত আইনের ধারা ৪ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে প্রণীত খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ অনুযায়ী খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো সারা দেশে প্রাপ্ত খনিজ সম্পদ (তেল ও গ্যাস ব্যতীত) এর সার্বিক ব্যবস্থাপনাসহ অনুসন্ধান লাইসেন্স, খনি ইজারা ও কোয়ারি ইজারা প্রদান করে থাকে।

২.০ প্রধান কার্যাবলি

(ক) দেশের খনিজ সম্পদের (তেল ও গ্যাস ব্যতীত) অনুসন্ধান লাইসেন্স, খনি ইজারা ও কোয়ারি ইজারা প্রদান।

(খ) অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সমৃদ্ধ এলাকার রেকর্ড সংরক্ষণ।

(গ) লাইসেন্স/ইজারার আবেদন গ্রহণ ও পরীক্ষণ।

(ঘ) আগ্রহী প্রার্থীর অনুকূলে লাইসেন্স/ইজারা মঞ্জুর।

(ঙ) মঞ্জুরীকৃত লাইসেন্স/ইজারার রেকর্ড সংরক্ষণ।

(চ) খনি কার্যক্রমের অগ্রগতি ও লাইসেন্স/ইজারাগ্রহীতা কর্তৃক বিধিবিধান প্রতিপালন সম্পর্কে তদন্ত।

(ছ) বিধিবিধান অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ।

(জ) খনিজ সংক্রান্ত আইন ও বিধিবিধান প্রণয়ন ও সংশোধনে পরামর্শ প্রদান।

(ঝ) খনিজের রয়্যালটি ও অন্যান্য রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায়।

৩.০ খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরোর সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen's Charter)

৩.১ ভিশন ও মিশন

ভিশন: নিয়ন্ত্রিত ও উন্নত খনি ও খনিজ সম্পদ।

মিশন: খনি ও খনিজ (তেল ও গ্যাস ব্যতীত) সম্পদের বিভিন্ন উৎস অনুসন্ধান, উন্নয়ন ও আহরণ, সুষ্ঠু ব্যবস্থপনার মাধ্যমে দারিদ্র্য ও ক্ষুধামুক্ত দেশ গঠন, শিল্পায়ন, টেকসই অবকাঠামো নির্মাণ এবং জ্বালানি নিরাপত্তা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন।

৩.২ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

(ক) খনিজ সম্পদের বিভিন্ন উৎস অনুসন্ধান, উন্নয়ন ও আহরণ।

(খ) খনিজ সম্পদের রয়্যালটি ও সরকারি অন্যান্য রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায়।

(গ) খনিজ সম্পদের অবৈধ উত্তোলন রোধ।

৩.৩ প্রতিশ্রুত সেবাসমূহ

৩.৩.১ নাগরিক সেবা

ক্র. নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	সেবা প্রদানকারীর পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১	অনুসন্ধান লাইসেন্স প্রদান	ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের আবেদন প্রাপ্তির পর আবেদন অনুমোদনের লক্ষ্যে সরকারের নিকট অগ্রবর্তীকরণের পূর্বে পরিচালক নিজে বা তৎকর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত কোন বিশেষজ্ঞ/কর্মকর্তার মাধ্যমে অনুসন্ধান লাইসেন্স এর জন্য আবেদনকৃত এলাকা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার নিমিত্ত সরেজমিন তদন্ত করা হয়। অনুমোদনযোগ্য হলে সরকারের অনুমোদনের জন্য জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে বিধি অনুযায়ী আবেদনকারীর সাথে অনুসন্ধান লাইসেন্স চুক্তি সম্পাদনপূর্বক মঞ্জুরী প্রদান করা হয়।	(ক) আবেদন ফি প্রদানের ট্রেজারি চালানের মূল কপি; (খ) ২০০ (দুইশত) হেক্টরের বেশি নয় এরূপ এলাকার জন্য ৫ (পাঁচ) কপি মৌজা প্লান/স্কেচ প্লান এবং যদি এলাকা ২০০ (দুইশত) হেক্টরের অধিক হয় তাহলে শুধু জরিপ অধিদপ্তরের টপোগ্রাফিক শিট/এলজিইডি মানচিত্র (স্কেল-১:৫০,০০০) হতে প্রস্তুতকৃত আবেদিত এলাকা, অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ প্রদর্শনপূর্বক স্কেচ প্লান; (গ) মালিকের নামসহ আবেদনকৃত জমির তফসিল; (ঘ) স্থানীয় আবেদনকারীর ক্ষেত্রে আবেদনকারী/পরিচালক/অংশীদার গণের গেজেটেড অফিসার কর্তৃক সত্যায়িত ৩ (তিন) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি; (ঙ) স্থানীয় আবেদনকারীর ক্ষেত্রে আবেদনকারী/পরিচালক/অংশীদার দের জাতীয়তা ও নাগরিকত্বের সনদ এবং বিদেশি কোম্পানির ক্ষেত্রে তাদের কার্যকর পাসপোর্টের প্রামাণিক কপি; (চ) স্থানীয় আবেদনকারীর ক্ষেত্রে ব্যাংক স্বচ্ছলতার সনদ, ট্রেড লাইসেন্স এবং টি.আই.এন. সনদ; (ছ) বিদেশি কোম্পানির ক্ষেত্রে ২ (দুই) কপি সংঘ স্মারক ও সংঘ বিধি এবং প্রসপেক্টাস বা অংশীদারি দলিল বা সমমানের যে কোন আইনানুগ প্রমাণপত্র; (জ) বিদেশি কোম্পানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশে কোম্পানির নিবন্ধনের সনদ।	বিনামূল্যে	৬০ কার্য দিবস	১। জনাব মোঃ মামুনুর রশীদ উপপরিচালক ফোন: +৮৮০২-৪৮৩১৮৮৩৭ মোবাইল: ০১৭১২৭৭৯৬২৬ E-mail: ddadmin@bomd.gov.bd ২। জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান উপপরিচালক (খনি ও খনিজ) (চ.দা.) ফোন: ৮৩৯১৪৩৮ মোবাইল: ০১৭৩৭-৭৭৭৩০৫ E-mail: ddmine@bomd.gov.bd ৩। মোসাঃ মাহবুবা খাতুন সহকারী পরিচালক (ভূতত্ত্ব) ফোন: ৫৫১৩০৬০৮ মোবাইল: ০১৭২২-৬২০০৪১ E-mail: adgeo@bomd.gov.bd ৪। জনাব আজিজুল হক সহকারী পরিচালক (ভূ-রসায়ন) ফোন: ৫৫১৩০৬০৭ মোবাইল: ০১৭৪৪-৪৯৬৬০৫ E-mail: adgeochem@bomd.gov.bd

ক্র. নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	সেবা প্রদানকারীর পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
২	খনি ইজারা প্রদান	ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের আবেদন প্রাপ্তির পর আবেদন অনুমোদনের জন্য সরকারের নিকট অগ্রবর্তীকরণের পূর্বে পরিচালক নিজে বা তৎকর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত কোন বিশেষজ্ঞ/ কর্মকর্তার মাধ্যমে খনি ইজারার জন্য আবেদনকৃত এলাকা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য সরেজমিন তদন্ত করা হয়। অনুমোদনযোগ্য হলে সরকারের অনুমোদনের জন্য জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে বিধি অনুযায়ী আবেদনকারীর সাথে খনি ইজারা চুক্তি সম্পাদনপূর্বক মঞ্জুরী প্রদান করা হয়।	(ক) আবেদন ফি প্রদানের ট্রেজারি চালানের মূল কপি; (খ) ২০০ (দুইশত) হেক্টরের বেশি নয় এমন এলাকার জন্য ৫ (পাঁচ) কপি মৌজা ম্যাপ/স্কেচ প্লান এবং যদি এলাকা ২০০ (দুইশত) হেক্টরের অধিক হয় তাহলে শুধু জরিপ অধিদপ্তরের টপোগ্রাফিক শিট/ এলজিইডি মানচিত্র (স্কেল-১:৫০,০০০) হতে প্রস্তুতকৃত আবেদিত এলাকা, অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ প্রদর্শনপূর্বক স্কেচ প্লান; (গ) মালিকের নামসহ আবেদনকৃত জমির তফসিল; (ঘ) অংশীদারি ফার্মের ক্ষেত্রে অংশীদারি দলিলের একটি প্রামাণিক কপি; (ঙ) সীমিতদায় কোম্পানির ক্ষেত্রে কোম্পানির নিগমিতকরণ/নিবন্ধন সনদের সত্যায়িত কপিসহ সংঘ স্মারক এবং সংঘ বিধি এবং প্রসপেক্টাস বা সমমানের আইনগত দলিলের দুটি করে কপি; (চ) স্থানীয় আবেদনকারীর ক্ষেত্রে আবেদনকারী/পরিচালক/ অংশীদারগণের গেজেটেড অফিসার কর্তৃক সত্যায়িত ৩ (তিন) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি; (ছ) স্থানীয় আবেদনকারীর ক্ষেত্রে আবেদনকারী/পরিচালক/অংশীদারগণের জাতীয়তা ও নাগরিকত্বের সনদ এবং বিদেশি কোম্পানির ক্ষেত্রে আবেদনকারী/পরিচালক/ অংশীদারগণের হালনাগাদ/কার্যকর পাসপোর্টের প্রামাণিক কপি; (জ) স্থানীয় আবেদনকারীর ক্ষেত্রে ব্যাংক স্বচ্ছলতার সনদ, ট্রেড লাইসেন্স এবং টি.আই.এন. সনদ; (ঝ) বিদেশি নাগরিক বা বিদেশি কোম্পানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশে নিবন্ধনের দালিলিক প্রমাণ।	বিনামূল্যে	৬০ কার্য দিবস	জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান উপপরিচালক (খনি ও খনিজ) (চ.দা.) ফোন: ৮৩৯১৪৩৮ মোবাইল: ০১৭৩৭-৭৭৭৩০৫ E-mail: dgmine@bomd.gov.bd

ক্র. নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	সেবা প্রদানকারীর পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
			খনি ইজারার ক্ষেত্রে উপরোক্ত দলিলপত্র ছাড়াও অতিরিক্ত হিসেবে নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি সরবরাহ করতে হয়। যথাঃ (ক) খনিজ সম্পদ আহরণ এবং পরিচালনার জন্য কারিগরি যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত একটি পূর্ণাঙ্গ খনি খনন পরিকল্পনা; (খ) খনি খনন পরিকল্পনায় নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকবে, যথাঃ (১) খনি বাস্তবায়নকালে নির্বাহিতব্য ব্যয়ের বিবরণ; (২) এলাকার বিস্তারিত ভূতাত্ত্বিক বিবরণসহ খনিজের মজুদ প্রদর্শন পূর্বক ১ (এক) সেন্টিমিটারঃ ১ (এক) কিলোমিটার স্কেলের মানচিত্র; (৩) অবস্থান, প্রধান মজুদসমূহের বিবরণ এবং ভূপৃষ্ঠস্থ ভূতাত্ত্বিক কাঠামো বা বেসিনের আকার প্রদর্শনপূর্বক মানচিত্র; (৪) সমীক্ষা প্রতিবেদনের ভিত্তিতে প্রমাণিত বা সম্ভাব্য মজুদের পরিমাণ; (৫) ন্যূনতম উৎপাদন হার; (৬) ব্যবহার্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামসহ খনন পদ্ধতি; (৭) খনি খননের বিভিন্ন স্তরে কারিগরি যোগ্যতা সম্পন্ন জনবলের বিবরণ; (৮) রাস্তাঘাট ও অন্যান্য ভূপৃষ্ঠস্থ ও ভূগর্ভস্থ স্থাপনা যেমনঃ গুদাম এবং ল্যাম্প রুম, ওয়ার্কশপ, খনিজ উপযোগীকরণ প্লান্ট, অফিস, আবাসন ও বিনোদন স্থান ইত্যাদির অবস্থান প্রদর্শনপূর্বক মানচিত্র; এবং (৯) খনি খনন পরিকল্পনার বিভিন্ন পর্যায়ের সম্ভাব্য ব্যয়।			

ক্র. নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	সেবা প্রদানকারীর পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
			(গ) খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২-এর অধীন প্রদেয় রয়্যালটি, বাৎসরিক ফি ও অন্যান্য বকেয়া প্রদান নিশ্চিত করার জন্য দফা (খ) এর অধীন দাখিলকৃত খনি খনন পরিকল্পনায় উল্লিখিত সম্ভাব্য ব্যয়ের ৩% ব্যাংক গ্যারান্টি; এবং (ঘ) পরিবেশগত ছাড়পত্র (ইসিসি)।			
৩ (ক)	কোয়ারি ইজারা প্রদান (গেজেটভুক্ত সরকারি খাস খতিয়ানভুক্ত ভূমি)	**সরকারি খাস খতিয়ানভুক্ত সিলিকা বালু, সাধারণ পাথর/বালু মিশ্রিত পাথর কোয়ারি ইজারা পদ্ধতি:** সরকারি খাস খতিয়ানভুক্ত সিলিকাবালু, সাধারণ পাথর/বালু মিশ্রিত পাথর কোয়ারি সমূহ ১লা বৈশাখ হতে পরবর্তী ২ (দুই) বছরের জন্য ইজারা প্রদানের লক্ষ্যে বিধি অনুযায়ী জেলা কমিটি কর্তৃক উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বান করা হয়। দরপত্র জারির পর প্রাপ্ত দরপত্রসমূহ ইজারা সংক্রান্ত জেলা কমিটি কর্তৃক যাচাই-বাছাই শেষে সর্বোচ্চ দরদাতার অনুকূলে ইজারা প্রদানের সুপারিশ ব্যুরোতে প্রেরণ করে। ব্যুরো কর্তৃক উক্ত সুপারিশ সরকারের অনুমোদনের জন্য সরকার তথা জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ বরাবর প্রেরণ করা হয়। সরকার কর্তৃক ইজারা অনুমোদিত হলে সর্বোচ্চ দরদাতাকে সম্পূর্ণ ইজারামূল্য, ভ্যাট ও আয়কর এবং বিধি মোতাবেক নিরাপত্তা জামানতের অর্থ ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে ব্যুরোর নির্দিষ্ট কোডে জমা দেয়ার জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়। সর্বোচ্চ দরদাতার নিকট হতে সম্পূর্ণ ইজারামূল্য ও সরকারি অন্যান্য নির্ধারিত পাওনাদি অগ্রিম প্রাপ্তি সাপেক্ষে ইজারাগ্রহীতার সাথে বিধি অনুযায়ী কোয়ারি ইজারাচুক্তি সম্পাদনপূর্বক ইজারা মঞ্জুরীপত্র ও কার্যাদেশ প্রদান করা হয়।	(ক) দরপত্র বিজ্ঞপ্তির শর্তানুযায়ী প্রয়োজনীয় সকল কাগজ পত্র; (খ) দরপত্র বিজ্ঞপ্তির কপি, কোয়ারি ইজারা সংক্রান্ত জেলা কমিটির সভার কার্যবিবরণীসহ জেলা কমিটির সুপারিশ।	বিনামূল্যে	সরকারের অনুমোদন প্রাপ্তির পর ১৫ কার্য দিবস	১। জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান উপপরিচালক (খনি ও খনিজ) (চ.দা.) ফোন: ৮৩৯১৪৩৮ মোবাইল: ০১৭৩৭-৭৭৭৩০৫ E-mail: ddmine@bomd.gov.bd ২। জনাব আজিজুল হক সহকারী পরিচালক (ভূ-রসায়ন) ফোন: ৫৫১৩০৬০৭ মোবাইল: ০১৭৪৪-৪৯৬৬০৫ E-mail: adgeochem@bomd.gov.bd

ক্র. নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	সেবা প্রদানকারীর পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
৩ (খ)	কোয়ারি ইজারা প্রদান (ব্যক্তি মালিকানাধীন ভূমি)	**ব্যক্তিমালিকানাধীন জমিতে সিলিকাবালু, সাধারণ পাথর/বালু মিশ্রিত পাথর কোয়ারি ইজারা পদ্ধতিঃ** ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের আবেদন প্রাপ্তির পর পরিচালক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবেদনের সাথে দাখিলকৃত কাগজপত্র বিধি মোতাবেক যথার্থ কিনা তা যাচাই-বাছাই করে যথার্থ হলে বিধি মোতাবেক মূল্য নির্ধারণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি) এবং স্থানীয় প্রশাসনের প্রতিনিধি মনোনয়নের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়। প্রতিনিধি মনোনয়ন পাওয়ার পর বিএমডি, জিএসবি এবং স্থানীয় প্রশাসনের প্রতিনিধি সমন্বয়ে আবেদনকৃত এলাকা সরেজমিন পরিদর্শন করে জমির মালিকানা, ধরণ ইত্যাদি যাচাই-বাছাই এবং স্থানীয় বাজারদর মোতাবেক কোয়ারি ইজারামূল্য নির্ধারণ করা হয়। অতঃপর সকল কাগজপত্রসহ ধার্যকৃত মূল্যে ইজারা প্রদানের লক্ষ্যে অনুমোদনের জন্য সরকার তথা জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ বরাবর প্রেরণ করা হয়। সরকারের অনুমোদন প্রাপ্তির পর আবেদনকারীর নিকট হতে সম্পূর্ণ ইজারামূল্য, নিরাপত্তা জামানত ও সরকারি অন্যান্য নির্ধারিত পাওনাদি অগ্রিম প্রাপ্তি সাপেক্ষে আবেদনকারীর সাথে বিধি অনুযায়ী কোয়ারি ইজারা চুক্তি সম্পাদনপূর্বক আবেদনকারীর অনুকূলে ইজারা মঞ্জুরীপত্র ও কার্যাদেশ প্রদান করা হয়।	(ক) আবেদন ফি প্রদানের ট্রেজারি চালানের মূল কপি; (খ) ২০০ (দুইশত) হেক্টরের বেশী নয় এমন এলাকার জন্য ৫ (পাঁচ) কপি মৌজা ম্যাপ/স্কেচ প্লান এবং যদি এলাকা ২০০ (দুইশত) হেক্টরের অধিক হয় তা হলে শুধু জরিপ অধিদপ্তরের টপোগ্রাফিক শিট/এলজিইডি মানচিত্র (স্কেল-১:৫০,০০০) হতে প্রস্তুতকৃত আবেদিত এলাকা, অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ প্রদর্শনপূর্বক স্কেচ প্লান; (গ) মালিকের নামসহ আবেদনকৃত জমির তফসিল; (ঘ) অংশীদারি ফার্মের ক্ষেত্রে অংশীদারি দলিলের একটি প্রামাণিক কপি (ঙ) সীমিতদায় কোম্পানির ক্ষেত্রে কোম্পানির নিগমিতকরণ/নিবন্ধন সনদের একটি সত্যায়িত কপিসহ সংঘ স্মারক এবং সংঘবিধি এবং প্রসপেক্টাস বা সমমানের আইনগত দলিলের দুইটি করে কপি। (চ) স্থানীয় আবেদনকারীর ক্ষেত্রে আবেদনকারী/পরিচালক/অংশীদারগণের গেজেটেড অফিসার কর্তৃক সত্যায়িত ৩ (তিন) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি; (ছ) স্থানীয় আবেদনকারীর ক্ষেত্রে আবেদনকারী/পরিচালক/অংশীদারগণের জাতীয়তা ও নাগরিকত্বের সনদ এবং বিদেশি কোম্পানির ক্ষেত্রে আবেদনকারী/পরিচালক/অংশীদারগণের হালনাগাদ/কার্যকর পাসপোর্টের প্রামাণিক কপি; (জ) স্থানীয় আবেদনকারীর ক্ষেত্রে ব্যাংক স্বচ্ছলতার সনদ, ট্রেড লাইসেন্স এবং টি.আই.এন. সনদ; (ঝ) বিদেশি নাগরিক বা বিদেশি কোম্পানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশে নিবন্ধনের দালিলিক প্রমাণ; (ঞ) ব্যুরোর তালিকাভুক্ত একজন পরামর্শক ভূতত্ত্ববিদ কর্তৃক প্রদত্ত ৩ (তিন) কপি ভূতাত্ত্বিক প্রতিবেদন।	বিনামূল্যে	৬০ কার্য দিবস	১। জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান উপপরিচালক (খনি ও খনিজ) (চ.দা.) ফোন: ৮৩৯১৪৩৮ মোবাইল: ০১৭৩৭-৭৭৭৩০৫ E-mail- dgmine@bgmd.gov.bd ২। জনাব আজিজুল হক সহকারী পরিচালক (ভূ-রসায়ন) ফোন: ৫৫১৩০৬০৭ মোবাইল: ০১৭৪৪-৪৯৬৬০৫ E-mail- adgeochem@bgmd.gov.bd

ক্র. নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	সেবা প্রদানকারীর পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
৩ (গ)	সাদামাটি কোয়ারি ইজারা প্রদান	গেজেটে প্রকাশিত খাস খতিয়ানভুক্ত জমিতে সাদা মাটি কোয়ারি ইজারা প্রদানের লক্ষ্যে আগ্রহী ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে দরখাস্ত আহ্বান করে বহুল প্রচারিত একটি জাতীয় দৈনিক ও একটি স্থানীয় দৈনিক পত্রিকায় গণবিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পরই এর কপি সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর প্রেরণ করা হয়। মনিটরিং কমিটি কর্তৃক গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রাপ্ত আবেদনপত্র সমূহ যাচাই-বাছাই করে প্রাথমিক-ভাবে গ্রহণযোগ্য আবেদনপত্র সমূহের তালিকা প্রস্তুত করা হয়। অতঃপর আবেদনকৃত কোয়ারি সরেজমিন পরিদর্শন-পূর্বক সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ যাচাই-বাছাই করে এলাকা চিহ্নিত করে এলাকার চতুর্সী-মা নির্ধারণক্রমে মনিটরিং কমিটি ইজারার বিষয়ে সুস্পষ্ট মতামত/সুপারিশ সংবলিত প্রতিবেদন বিএমডি বরাবরে দাখিল করে। মনিটরিং কমিটির সুপারিশের আলোকে সরকারের অনুমোদনক্রমে আবেদনকৃত প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ অনুযায়ী ইজারা প্রদান করা হয়। ব্যক্তি মালিকানাধীন জমিতে সাদামাটি পাওয়া গেলে জমির মালিক সাদামাটি ব্যবহার-কারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হলে জমির মালিক বা মালিকের নিকট থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তার অনুকূলে কোয়ারি ইজারা মঞ্জুর করা করা হয়।	(ক) যথাযথভাবে পূরণকৃত নির্ধারিত আবেদনপত্র। (খ) আবেদন ফরম ক্রয়ের ১০০০/- (এক হাজার) টাকার চালানের মূল কপি। (গ) ২০,০০০ (বিশ হাজার) টাকার আবেদন ফি (অফেরতযোগ্য) বাবদ জমাকৃত চালানের মূলকপি। (ঘ) পাসপোর্ট সাইজের ৩ (তিন) কপি সত্যায়িত ছবি। (ঙ) ব্যাংক স্বচ্ছলতার সনদের সত্যায়িত কপি। (চ) জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত কপি। ছ) টি.আই.এন. এর সত্যায়িত কপি। (জ) মৌজা ম্যাপ ৩ (তিন) কপি। (ঝ) টপোগ্রাফিক্যাল ম্যাপ ৩ (তিন) কপি। (ঞ) ভূ-তাত্ত্বিক প্রতিবেদন ৩ (তিন) কপি। (ট) ব্যক্তি মালিকানাধীন জমির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি)-এর প্রত্যয়নপত্র। (ঠ) নামজারির সত্যায়িত কপিসহ জমির মালিকানার প্রমাণপত্র (ব্যক্তিমালিকানাধীন জমির ক্ষেত্রে)। আবেদনকারীকে চূড়ান্ত ইজারা মঞ্জুরীপত্র প্রাপ্তির পূর্বে পরিবেশ অধিদপ্তর হতে পরিবেশগত ছাড়পত্র (ECC) গ্রহণ করে তা বিএমডিতে দাখিল করতে হয়। অন্যথায় আবেদনকারীর অনুকূলে কোনক্রমে চূড়ান্ত ইজারা মঞ্জুরীপত্র প্রদান করা হয় না।	বিনামূল্যে	৬০ কার্য দিবস	মোঃ মামুনুর রশীদ উপপরিচালক ফোন: +৮৮০২-৪৮৩১৮৮৩৭ মোবাইল: ০১৭১২৭৭৯৬২৬ E-mail: ddadmin@bomd.gov.bd

৩.৩.২ প্রাতিষ্ঠানিক সেবা

ক্র. নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	সেবা প্রদানকারীর পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১	অনুসন্ধান লাইসেন্স, খনি ইজারা ও কোয়ারি ইজারা অনুমোদনের জন্য সরকারের নিকট প্রস্তাব প্রেরণ।	ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের আবেদন প্রাপ্তির পর খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ অনুযায়ী পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক কার্যাদি সম্পাদন করে অনুমোদনের জন্য জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়।	প্রয়োজনীয় সংযুক্তিসহ ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের আবেদন।	বিনামূল্যে	১৫ কার্য দিবস	জনাব মোঃ নুরুন্নবী মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) ফোন : +৮৮০২-৮৩৯১৫৬৭ E-mail: dg@bomd.gov.bd
২	দেশের বিভিন্ন জেলায় প্রাপ্ত সিলিকা বালু, সাধারণ পাথর বা বালু মিশ্রিত পাথর কোয়ারি ইজারা প্রদানের লক্ষ্যে দরপত্র আহ্বান এবং ইজারা অনুমোদন প্রস্তাব সরকারের নিকট প্রেরণ।	সিলিকা বালু, সাধারণ পাথর/বালু মিশ্রিত পাথর কোয়ারি ইজারা প্রদানের লক্ষ্যে গঠিত জেলা কমিটি কর্তৃক উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বান করা হয়। প্রাপ্ত দরপত্রসমূহ যাচাই-বাছাই করে জেলা কমিটি কর্তৃক সুপারিশসহ ব্যুরোতে প্রেরণ করার পর কোয়ারি ইজারা অনুমোদনের জন্য জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়।	(ক) দরপত্র বিজ্ঞপ্তির শর্তানুযায়ী প্রয়োজনীয় সকল কাগজপত্র; (খ) দরপত্র বিজ্ঞপ্তির কপি, কোয়ারি ইজারা সংক্রান্ত জেলা কমিটির সভার কার্যবিবরণীসহ জেলা কমিটির সুপারিশ।	বিনামূল্যে	জেলা কমিটির সুপারিশ পাওয়ার পর ১৫ কার্য দিবস	জনাব মোঃ নুরুন্নবী মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) ফোন : +৮৮০২-৮৩৯১৫৬৭ E-mail: dg@bomd.gov.bd
৩	কোয়ারি ইজারা মূল্য নির্ধারণ	ব্যুরো, বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি) ও সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধিগণ কর্তৃক যৌথভাবে নির্ধারণ করা হয়।	বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি) ও সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধি মনোনয়ন সংক্রান্ত পত্র।	বিনামূল্যে	প্রতিনিধি মনোনয়ন পাওয়ার পর ১৫ কার্য দিবস	জনাব মোঃ নুরুন্নবী মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) ফোন: +৮৮০২-৮৩৯১৫৬৭ E-mail: dg@bomd.gov.bd

ক্র. নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	সেবা প্রদানকারীর পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
৪	সিলিকা বালু, সাধারণ পাথর/বালু মিশ্রিত পাথর কোয়ারি ইজারা প্রদানের লক্ষ্যে গঠিত জেলা কমিটিকে নির্দেশনা প্রদান।	খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ, সভা আয়োজন ইত্যাদি বিষয়ে সময়ে সময়ে এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ অনুযায়ী এবং জেলা কমিটির চাহিদা মোতাবেক।	বিনামূল্যে	১৫ কার্য দিবস	জনাব মোঃ নুরুন্নবী মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) ফোন: +৮৮০২-৮৩৯১৫৬৭ E-mail: dg@bomd.gov.bd
৫	খনিজ সংক্রান্ত আইন ও বিধি-বিধান প্রণয়ন ও সংশোধনে পরামর্শ প্রদান।	সময়ে সময়ে সরকারের জারীকৃত নির্দেশনা অনুযায়ী তথ্য/উপাত্ত প্রেরণ করা হয়।	বিদ্যমান আইন, বিধি-বিধান এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র।	বিনামূল্যে	প্রয়োজনীয় তথ্য প্রাপ্তির পর ১৫ কার্য দিবস	জনাব মোঃ নুরুন্নবী মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) ফোন: +৮৮০২-৮৩৯১৫৬৭ E-mail: dg@bomd.gov.bd
৬	খনিজ পদার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিভিন্ন আদালতে দায়েরকৃত মামলা সংক্রান্ত।	খনিজ পদার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিভিন্ন আদালতে দায়েরকৃত মামলাসমূহের আদেশ বাস্তবায়ন, সময়মত দফাওয়ারী জবাব প্রেরণ ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আপিল দায়েরের জন্য সলিসিটর উইংকে তথ্য প্রেরণ।	রুলের সার্টিফাইড কপি, আরজির কপি, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সরকারের নির্দেশনা।	বিনামূল্যে	প্রয়োজনীয় তথ্য প্রাপ্তির ০৭ কার্য দিবস বা প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী	জনাব মোঃ নুরুন্নবী মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) ফোন: +৮৮০২-৮৩৯১৫৬৭ E-mail: dg@bomd.gov.bd

৩.৩.৩ অভ্যন্তরীণ সেবা

ক্র. নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	সেবা প্রদানকারীর পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১	বেতন ভাতাদি প্রদান	সি.এ.এফ.ও এর বেতন নির্ধারণী সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি-বিধান অনুযায়ী	বিল ভাউচার খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো	সরকারি বিধি অনুযায়ী	সি.এ. এফ.ও কর্তৃক বিল পাশ সাপেক্ষে অনতি-বিলম্বে	মোসাঃ মাহবুবা খাতুন সহকারী পরিচালক (ভূতত্ত্ব) ফোন: ৫৫১৩০৬০৮ মোবাইল: ০১৭২২-৬২০০৪১ E-mail: adgeo@bomd.gov.bd
২	কর্মচারীদের পদোন্নতি প্রদান	সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি-বিধান অনুযায়ী	সংশ্লিষ্ট তথ্য-উপাত্ত খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো	সরকারি বিধি অনুযায়ী	বিভাগীয় পদোন্নতি কমিটির সুপারিশের পর ০৭ কার্য দিবস	জনাব মোঃ নুরুন্নবী মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) ফোন: +৮৮০২-৮৩৯১৫৬৭ E-mail: dg@bomd.gov.bd
৩	ছুটি, জিপিএফ, পেনশন (ব্যক্তিগত প্রাপ্যতা)	সি.এ.এফ.ও এর প্রত্যয়ন এবং আবেদন সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি-বিধান অনুযায়ী	সি.এ.এফ.ও এর প্রত্যয়ন পত্র, আবেদনপত্র খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো	সরকারি বিধি অনুযায়ী	আনুষঙ্গিক প্রাপ্তির পর ০৭ কার্য দিবস	জনাব মোঃ নুরুন্নবী মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) ফোন: +৮৮০২-৮৩৯১৫৬৭ E-mail. dg@bomd.gov.bd
৪	কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি/ পেশাগত উন্নয়ন	চাহিদা/প্রাপ্যতা তালিকা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা বিনিময়।	সংশ্লিষ্ট তথ্য-উপাত্ত খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো	সরকারি বিধি অনুযায়ী	মনোনয়ন আদেশ জারির পর সিডিউল অনুযায়ী	জনাব মোঃ নুরুন্নবী মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) ফোন: +৮৮০২-৮৩৯১৫৬৭ E-mail: dg@bomd.gov.bd

৩.৩.৪ আওতাধীন অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/সংস্থা/অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত সেবা: প্রযোজ্য নয়।

৩.৪ অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (GRS)

সেবা প্রাপ্তিতে অসন্তুষ্ট হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করুন। তার কাছ থেকে সমাধান পাওয়া না গেলে নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে যোগাযোগ করে আপনার সমস্যা অবহিত করুন।

ক্র. নং	কখন যোগাযোগ করবেন	কার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন	যোগাযোগের ঠিকানা	নিষ্পত্তির সময়সীমা
১	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সমাধান দিতে না পারলে	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক)	পরিচালক ফোন: +৮৮০২-২২২২২৬১৯৪ E-mail: director@bomd.gov.bd	৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবস
২	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা নির্দিষ্ট সময়ে সমাধান দিতে না পারলে	আপিল কর্মকর্তা	শাহিনা খাতুন যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন/প্রশাসন অ.দা.) ফোন: +৮৮০২-৯৫৪৬৩০৮ E-mail: jsdev@emrd.gov.bd	২০ (বিশ) কার্যদিবস
৩	আপিল কর্মকর্তা নির্দিষ্ট সময়ে সমাধান দিতে না পারলে	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সেল	অভিযোগ গ্রহণ কেন্দ্র ৫ নং গেট, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা Web: www.grs.gov.bd	৬০ (ষাট) কার্যদিবস

৩.৫ আপনার (সেবা গ্রহীতার) কাছে আমাদের (খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরোর) প্রত্যাশা

ক্র. নং	প্রতিশ্রুতি/কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে করণীয়
১	স্বয়ংসম্পূর্ণ আবেদন জমা প্রদান
২	যথাযথ প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় ফি পরিশোধ করা
৩	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মোবাইল ম্যাসেজ/ই-মেইলের নির্দেশনা অনুসরণ করা
৪	সাক্ষাতের জন্য নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই উপস্থিত থাকা
৫	অনাবশ্যক ফোন/তদবির না করা

মহাপরিচালক

০১ * মহাপরিচালক

০১ * সাঁটলিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর

০১ * কম্পিউটার অপারেটর/পি.এ

০১ * অফিস সহায়ক/ফিল্ডম্যান

পরিচালক

০১ * পরিচালক

০১ * কম্পিউটার অপারেটর/পি.এ

০১ * অফিস সহায়ক/ফিল্ডম্যান

পরিচালক (খনি ও খনিজ)

০১ * পরিচালক (খনি ও খনিজ)

০১ * কম্পিউটার অপারেটর/পি.এ

০১ * অফিস সহায়ক/ফিল্ডম্যান

উপপরিচালক (প্রশাসন/অর্থ ও পরিকল্পনা)

০১ * উপপরিচালক (প্রশাসন/অর্থ ও পরিকল্পনা)

০১ * সহকারী পরিচালক

০১ * সহকারী পরিচালক (ভূতত্ত্ব)

০১ * তত্ত্বাবধায়ক

০১ * হিসাবরক্ষক

০২ * অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেটর

০২ * ড্রাইভার

০১ * জারিকারক

০২ * অফিস সহায়ক/ফিল্ডম্যান

০২ * নিরাপত্তাকর্মী

০১ * পরিচ্ছন্নতাকর্মী

উপপরিচালক (খনি ও খনিজ)

০১ * উপপরিচালক (খনি ও খনিজ)

০১ * সহকারী পরিচালক (ভূ-পদার্থ)

০১ * সহকারী পরিচালক (ভূ-রসায়ন)

০১ * সহকারী পরিচালক (খনি প্রকৌশল)

০১ * উচ্চমান সহকারী

০১ * ড্রাফটসম্যান

০১ * সার্ভেয়ার

০১ * ল্যাব এসিসট্যান্ট/টেকনিশিয়ান

০৩ * অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেটর

০২ * অফিস সহায়ক/ফিল্ডম্যান

৫.০ জনবল কাঠামো

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	নিয়োজিত জনবলের সংখ্যা
১	২	৩	৪
০১	মহাপরিচালক	০১	০১
০২	পরিচালক	০১	০১
০৩	পরিচালক (খনি ও খনিজ)	০১	-
০৪	উপপরিচালক (প্রশাসন/অর্থ ও পরিকল্পনা)	০১	০১
০৫	উপপরিচালক (খনি ও খনিজ)	০১	-
০৬	সহকারী পরিচালক	০১	-
০৭	সহকারী পরিচালক (ভূতত্ত্ব)	০১	০১
০৮	সহকারী পরিচালক (ভূ-পদার্থ)	০১	০১
০৯	সহকারী পরিচালক (ভূ-রসায়ন)	০১	০১
১০	সহকারী পরিচালক (খনি প্রকৌশল)	০১	-
১১	তত্ত্বাবধায়ক	০১	-
১২	সাঁটলিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর	০১	০১
১৩	হিসাবরক্ষক	০১	০১
১৪	উচ্চমান সহকারী	০১	০১
১৫	ড্রাফটসম্যান	০১	০১
১৬	সার্ভেয়ার	০১	০১
১৭	ল্যাব এসিস্ট্যান্ট/টেকনিশিয়ান	০১	০১
১৮	অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	০৫	-
১৯	কম্পিউটার অপারেটর/পি.এ	০৩	০২
২০	ড্রাইভার	০২	-
২১	অফিস সহায়ক	০২	০২
২২	জারিকারক	০১	০১
২৩	অফিস সহায়ক/ফিল্ডম্যান	০৫	০৩
২৪	নিরাপত্তা কর্মী	০২	০২
২৫	পরিচ্ছন্নতাকর্মী	০১	০১
	মোট	৩৮	২৩

৬.০ বর্তমানে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের নামের তালিকা

৬.১ কর্মকর্তাগণের নামের তালিকা

জনাব মোঃ নুরুন্নবী
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
ফোন: +৮৮০২-৮৩৯১৫৬৭
E-mail: dg@bomd.gov.bd

জনাব মোঃ আবুল বাসার সিদ্দিক আকন
পরিচালক (উপসচিব)
ফোন: +৮৮০২-২২২২২৬১৯৪
director@bomd.gov.bd

জনাব মোঃ মামুনুর রশীদ
উপপরিচালক
০১৭১২-৭৭৯৬২৬
ddadmin@bomd.gov.bd

জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান
উপপরিচালক (খনি ও খনিজ) (চ.দা.)
০১৭৩৭-৭৭৭৩০৫
ddmine@bomd.gov.bd

মোসাঃ মাহবুবা খাতুন
সহকারী পরিচালক (ভূতত্ত্ব)
০১৭২২-৬২০০৪১
adgeo@bomd.gov.bd

জনাব আজিজুল হক
সহকারী পরিচালক (ভূ-রসায়ন)
০১৭৪৪৪৯৬৬০৫
adgeochem@bomd.gov.bd

৬.২ কর্মচারীগণের নামের তালিকা

০১।
জনাব মোঃ লিয়াকত হোসেন মিয়া
সাঁটলিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর
০১৯৪০-৩৭২১৮২

০২।
বেগম মেহেরুন্নেছা
উচ্চমান সহকারী
০১৯১৭-৭১৫৫৬৮

০৩।
নুসরাত জাহান
হিসাবরক্ষক
০১৬৭৬-৫২৩৯৫৪

০৪।
রিফাত ফেরদৌসী
ল্যাব এসিস্ট্যান্ট/টেকনিশিয়ান
০১৯২২-০৮০৮১০

০৫।
জান্নাতুল মেওয়া
ড্রাফ্টসম্যান
০১৭৫৭-২৪২২৪৬

০৬।
জনাব মোঃ নাঈম হোসাইন
সার্ভেয়ার
০১৬২৯-০৬৭১০৮

০৭।
জনাব মোঃ আব্দুর রশীদ
কম্পিউটার অপারেটর/পিএ
০১৭৪৯-৭২৫২৬০

০৮।
মোঃ আহসান হাবিব
কম্পিউটার অপারেটর/পিএ
০১৯৭৪-১৭০৩৯৪

০৯।
বেগম রেহেনা পারভীন
অফিস সহায়ক
০১৯২৫-০০৭০৪৩

১০।
মোসাঃ সালমা
অফিস সহায়ক
০১৯৩২-৪২৯৭০০

৬.৩ আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োগকৃত কর্মচারীগণের নামের তালিকা

০১।
মোঃ রফিকুল ইসলাম
জারিকারক
০১৭২৪-৩৯১৬৮২

০২।
মোঃ আব্দুল আজিজ
অফিস সহায়ক/ফিল্ডম্যান
০১৭২৪-১০৭৫২৭

০৩।
মোঃ কামাল হোসেন
অফিস সহায়ক/ফিল্ডম্যান
০১৭৬১ ৫২৩ ৬১৫

০৪।
মোঃ মেহেদী হাসান
অফিস সহায়ক/ফিল্ডম্যান
০১৭৫৫-৯৬৯৪৩৭

০৫।
মোঃ নাসির উদ্দিন সজীব
পরিচ্ছন্নতা কর্মী
০১৭৬০-৯২৫১১৯

০৬।
মোঃ অহিদুল মোল্লা
নিরাপত্তাকর্মী
০১৯১৯-০১১২৪৮

০৭।
মোঃ সাইদুল মোল্লা
নিরাপত্তাকর্মী
০১৭৭৪-১১৫৫৩১

৭.০ খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ এর আওতায় গঠিত কমিটি

৭.১ সিলিকা বালু, সাধারণ পাথর/বালু মিশ্রিত পাথর কোয়ারি ইজারা সংক্রান্ত জেলা কমিটি

৭.১.১ সিলিকা বালু, সাধারণ পাথর/বালু মিশ্রিত পাথর কোয়ারি ইজারা প্রদানে সরকারের অনুমোদন জ্ঞাপনের নিমিত্ত সুপারিশ প্রদানের লক্ষ্যে প্রত্যেক জেলায় (পার্বত্য জেলাসমূহ ব্যতীত) গঠিত কমিটি:

১	জেলা প্রশাসক	সভাপতি
২	পুলিশ সুপার	সদস্য
৩	বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৪	খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরোর একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৫	সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সদস্য
৬	পরিবেশ অধিদপ্তরের একজন স্থানীয় প্রতিনিধি	সদস্য
৭	বন বিভাগের একজন স্থানীয় প্রতিনিধি	সদস্য
৮	পানি উন্নয়ন বোর্ডের একজন স্থানীয় প্রতিনিধি	সদস্য
৯	বাংলাদেশ রেলওয়ের একজন স্থানীয় প্রতিনিধি (শুধু ভোলাগঞ্জ পাথর কোয়ারির ক্ষেত্রে)	সদস্য
১০	গণপূর্ত অধিদপ্তরের একজন স্থানীয় প্রতিনিধি	সদস্য
১১	স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্যের মনোনীত একজন প্রতিনিধি	সদস্য
১২	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)	সদস্য সচিব

৭.১.২ সিলিকা বালু, সাধারণ পাথর/বালু মিশ্রিত পাথর কোয়ারি ইজারা প্রদানে সরকারের অনুমোদন জ্ঞাপনের নিমিত্ত সুপারিশ প্রদানের লক্ষ্যে পার্বত্য জেলাসমূহের (রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলা) জন্য গঠিত কমিটি:

১	জেলা প্রশাসক	সভাপতি
২	পুলিশ সুপার	সদস্য
৩	বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৪	খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরোর একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৫	সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সদস্য
৬	পরিবেশ অধিদপ্তরের একজন স্থানীয় প্রতিনিধি	সদস্য
৭	বন বিভাগের একজন স্থানীয় প্রতিনিধি	সদস্য
৮	পানি উন্নয়ন বোর্ডের একজন স্থানীয় প্রতিনিধি	সদস্য
০৯	গণপূর্ত অধিদপ্তরের একজন স্থানীয় প্রতিনিধি	সদস্য
১০	স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্যের মনোনীত একজন প্রতিনিধি	সদস্য
১১	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)	সদস্য সচিব

৭.২ সাদামাটি কোয়ারির ক্ষেত্রে গঠিত কমিটি

৭.২.১ সাদামাটি উত্তোলন ও বিপণন নির্দেশিকা, ২০১৪ এর ৪ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী গঠিত জেলা মনিটরিং কমিটি

১	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)	আহ্বায়ক
২	বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৩	পরিবেশ অধিদপ্তরের একজন স্থানীয় প্রতিনিধি	সদস্য
৪	পুলিশ সুপারের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৫	খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরোর একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৬	বর্ডার গার্ড অব বাংলাদেশের একজন প্রতিনিধি (সীমান্তবর্তী জেলার জন্য)	সদস্য
৭	উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সংশ্লিষ্ট উপজেলা)	সদস্য সচিব

৮.০ খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে গঠিত বিভিন্ন কমিটি

৮.১ খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement) বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কমিটি:

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	কমিটিতে পদবি
০১	জনাব মোঃ নুরুন্নবী, মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)	আহ্বায়ক
০২	জনাব মোঃ আবুল বাসার সিদ্দিক আকন, পরিচালক (উপসচিব)	সদস্য
০৩	জনাব মোঃ মামুনুর রশীদ, উপপরিচালক	সদস্য
০৪	মোসাঃ মাহবুবা খাতুন, সহকারী পরিচালক (ভূতত্ত্ব)	সদস্য
০৫	জনাব আজিজুল হক, সহকারী পরিচালক (ভূ-রসায়ন)	সদস্য
০৬	জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান, উপপরিচালক (খনি ও খনিজ) (চ.দা.)	সদস্য সচিব

৮.২ দপ্তর/সংস্থার বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement) বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা

ক্রমিক নং	নাম ও পদবি	যোগাযোগের ঠিকানা
০১	মোঃ মাহফুজুর রহমান উপপরিচালক (খনি ও খনিজ) (চ.দা.) ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা	৮৩৯১৪৩৮ ০১৭৩৭৭৭৭৩০৫ ddmine@bomd.gov.bd

৮.৩ খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর গঠিত 'ইনোভেশন টিম'

ক্র.নং	নাম ও পদবি	কমিটিতে পদবি	ফোন (দাপ্তরিক ও মোবাইল)	ই-মেইল
০১	জনাব মোঃ আবুল বাসার সিদ্দিক আকন পরিচালক	চিফ ইনোভেশন অফিসার	০২২২২২২৬১৯৪ ০১৭৩৯৭২২৪৫৬	director@bomd.gov.bd
০২	জনাব মোঃ মামুনুর রশীদ উপপরিচালক	সদস্য	৪৮৩১৮৮৩৭ ০১৭১২৭৭৯৬২৬	ddadmin@bomd.gov.bd
০৩	জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান উপপরিচালক (খনি ও খনিজ) (চ.দা.)	সদস্য	৮৩৯১৪৩৮ ০১৭৩৭৭৭৭৩০৫	ddmine@bomd.gov.bd
০৪	মোসাঃ মাহবুবা খাতুন সহকারী পরিচালক (ভূতত্ত্ব)	সদস্য	৫৫১৩০৬০৮ ০১৭৪৪৪৯৬৬০৫	adgeo@bomd.gov.bd
০৫	জনাব আজিজুল হক সহকারী পরিচালক (ভূ-রসায়ন)	সদস্য সচিব	৫৫১৩০৬০৭ ০১৭২২৬২০০৪১	adgeochem@bomd.gov.bd

৮.৪ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গঠিত 'নৈতিকতা কমিটি'

নাম ও পদবি	কমিটিতে পদ	ফোন (দাপ্তরিক ও মোবাইল)	ই-মেইল
জনাব মোঃ নুরুন্নবী মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)	আহ্বায়ক	০২-৮৩৯১৫৬৭	dg@bomd.gov.bd
জনাব মোঃ আবুল বাসার সিদ্দিক আকন পরিচালক (উপসচিব)	সদস্য	০২২২২২২৬১৯৪ ০১৭৩৯৭২২৪৫৬	director@bomd.gov.bd
জনাব মোঃ মামুনুর রশীদ উপপরিচালক	সদস্য	৪৮৩১৮৮৩৭ ০১৭১২৭৭৯৬২৬	ddadmin@bomd.gov.bd
জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান উপপরিচালক (খনি ও খনিজ) (চ.দা.)	সদস্য	৮৩৯১৪৩৮ ০১৭৩৭৭৭৭৩০৫	ddmine@bomd.gov.bd
জনাব আজিজুল হক সহকারী পরিচালক (ভূ-রসায়ন)	সদস্য	৫৫১৩০৬০৭ ০১৭৪৪৪৯৬৬০৫	adgeochem@bomd.gov.bd
মোসাঃ মাহবুবা খাতুন সহকারী পরিচালক (ভূতত্ত্ব)	সদস্য সচিব/ ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা	৫৫১৩০৬০৮ ০১৭২২৬২০০৪১	adgeo@bomd.gov.bd

৮.৫ খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর আইসিটি বিষয়ক ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা

নাম ও পদবি	ই-মেইল
জনাব আজিজুল হক সহকারী পরিচালক (ভূ-রসায়ন) ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা	adgeochem@bomd.gov.bd
জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান উপপরিচালক (খনি ও খনিজ) (চ.দা.) বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা	ddmine@bomd.gov.bd

৮.৬ খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বিষয়ক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

নাম ও পদবি	ফোন ও ই মেইল	মন্তব্য
জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান উপপরিচালক (খনি ও খনিজ) (চ.দা.)	০১৭৩৭৭৭৭৩০৫ ddmine@bomd.gov.bd	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
জনাব আজিজুল হক সহকারী পরিচালক (ভূ-রসায়ন)	০১৭৪৪৪৯৬৬০৫ adgeochem@bomd.gov.bd	বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

৮.৭ খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর সিটিজেন চার্টার বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে গঠিত কমিটি:

ক্র.নং	নাম ও পদবি	কমিটিতে পদবি	ফোন (দাপ্তরিক ও মোবাইল)	ই-মেইল
০১	জনাব মোঃ আবুল বাসার সিদ্দিক আকন পরিচালক	আহ্বায়ক	০২২২২২২৬১৯৪ ০১৭৩৯৭২২৪৫৬	director@bomd.gov.bd
০২	জনাব মোঃ মামুনুর রশীদ উপপরিচালক	সদস্য	৪৮৩১৮৮৩৭ ০১৭১২৭৭৯৬২৬	ddadmin@bomd.gov.bd
০৩	জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান উপপরিচালক (খনি ও খনিজ) (চ.দা.)	সদস্য	৮৩৯১৪৩৮ ০১৭৩৭৭৭৭৩০৫	ddmine@bomd.gov.bd
০৪	জনাব আজিজুল হক সহকারী পরিচালক (ভূ-রসায়ন)	সদস্য	৫৫১৩০৬০৭ ০১৭৪৪৪৯৬৬০৫	adgeochem@bomd.gov.bd
০৫	মোসাঃ মাহবুবা খাতুন সহকারী পরিচালক (ভূতত্ত্ব)	সদস্য সচিব	৫৫১৩০৬০৮ ০১৭২২৬২০০৪১	adgeo@bomd.gov.bd

৯.০ দেশে আবিষ্কৃত উল্লেখযোগ্য খনিজ সম্পদসমূহ

তেল ও গ্যাস ব্যতীত এখন পর্যন্ত দেশে আবিষ্কৃত প্রধান খনিজ সম্পদসমূহ হলো কয়লা, পিট, কঠিন শিলা, সাধারণ পাথর/বালু মিশ্রিত পাথর, সিলিকা বালু, সাদামাটি, খনিজ বালু ইত্যাদি। বিএমডি কর্তৃক বর্তমানে এ সকল খনিজ পদার্থের অনুসন্ধান লাইসেন্স, খনি ইজারা ও কোয়ারি ইজারা প্রদান করা হয়।

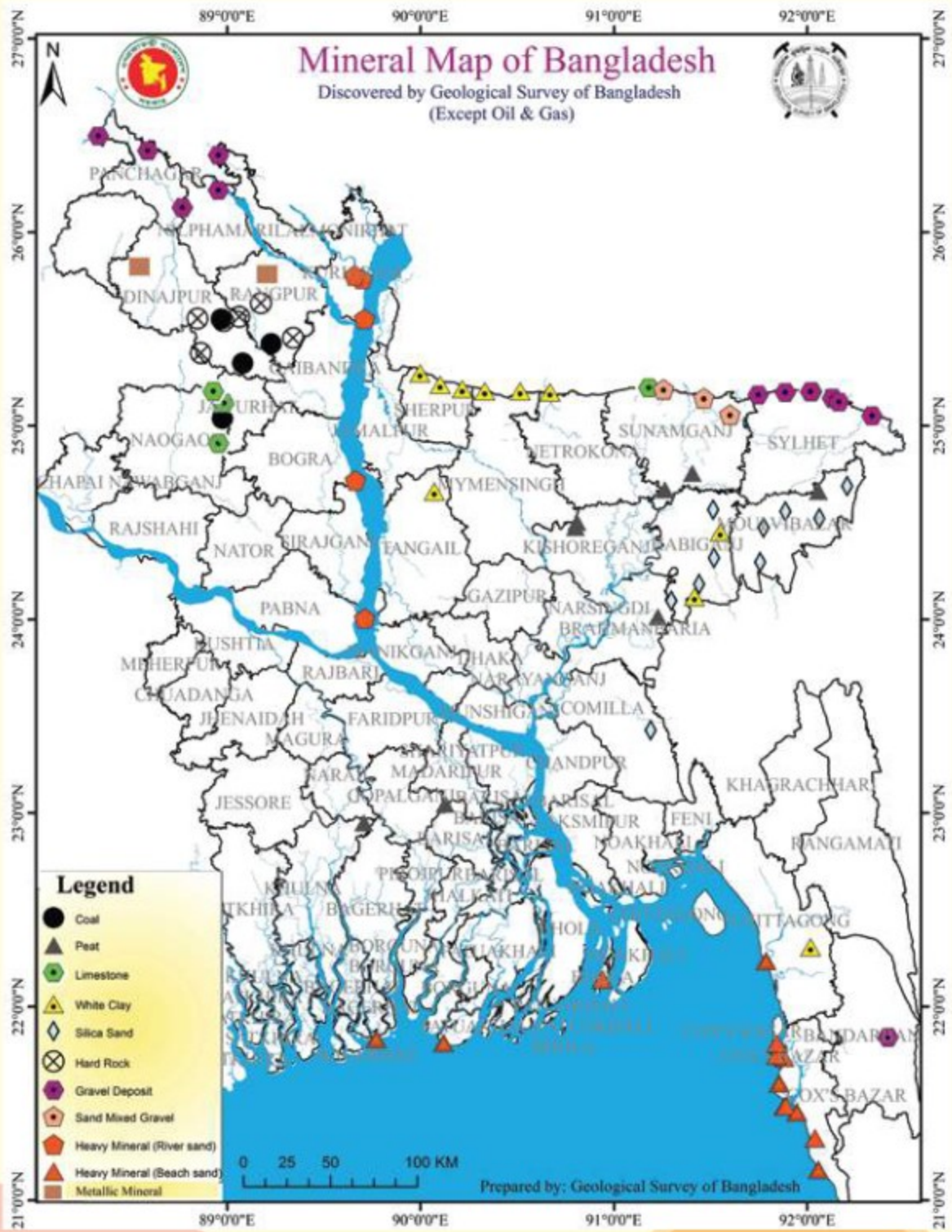

চিত্র: মানচিত্রে বাংলাদেশের খনিজ সম্পদ।

৯.১ কয়লা

বাংলাদেশে এ পর্যন্ত ৫টি কয়লাক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। আবিষ্কৃত ৫টি কয়লা ক্ষেত্রে কয়লার মোট মজুদের পরিমাণ আনুমানিক ৩৩০০ মিলিয়ন টন যা প্রায় ৭৮ টিসিএফ প্রাকৃতিক গ্যাসের সমতুল্য। বিদ্যুৎ উৎপাদন ও ইট তৈরিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে জ্বালানি হিসেবে কয়লার ব্যবহার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশে উৎপাদিত কয়লায় সালফারের পরিমাণ অতি সামান্য (০.৫৩%) থাকায় এবং তাপ উৎপাদন ক্ষমতা অধিক হওয়ায় (১১০৪০কিউবিক/পাউন্ড) তা উন্নতমানের কয়লা হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে।

৯.১.১ একনজরে দেশের ০৫ (পাঁচ) টি কয়লাক্ষেত্রের নাম ও আনুমানিক মজুদ

কয়লাক্ষেত্রের নাম ১	আবিষ্কারক ও আবিষ্কারের সন ২	গভীরতা (মিটার) ৩	মজুদ (মে.টন) ৪ জিএসবির ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া	মজুদ (মে.টন) ৫ বিসিএমসিএল ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া তথ্য
বড়পুকুরিয়া, দিনাজপুর	জিএসবি ১৯৮৫	১১৭-৫০৬	৩০০	৩৯০
দিঘীপাড়া, দিনাজপুর	জিএসবি ১৯৯৫	৩২৮-৪৫৫	১৫০	৮৬৫
খালাশপীর, রংপুর	জিএসবি ১৯৮৯	২৯৭-৪৮২	১৪৩	৬৮৫
ফুলবাড়ী, দিনাজপুর	বি.এইচ.পি মিনারেলস ১৯৯৭	১৫০-২৪০	-	৫৭২
জামালগঞ্জ, জয়পুরহাট	জিএসবি ১৯৫৯	৬৪০-১১৫৮	১০৫৩	৫৪৫০

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি) কর্তৃক ১০.০৭.১৯৯৪ তারিখে দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলায় বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি থেকে কয়লা উত্তোলনের নিমিত্ত বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা)-এর অনুকূলে খনি ইজারা মঞ্জুরি প্রদান করা হয়। বর্তমানে পেট্রোবাংলা বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড (BCMCL) এর মাধ্যমে কয়লা উত্তোলন করছে। উক্ত কয়লাক্ষেত্র থেকে ভূ-গর্ভস্থ খনি পদ্ধতিতে (Under Ground Mining Method) কয়লা উত্তোলন অব্যাহত রয়েছে এবং উত্তোলিত কয়লা দ্বারা কয়লা খনি এলাকায় অবস্থিত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে ৫২৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনসহ উৎপাদিত কয়লা বিক্রি করে সরকারি রাজস্ব আদায় করা হচ্ছে।

চিত্র: বিসিএমসিএল কর্তৃক উত্তোলিত কয়লা।

৯.১.২ ২০০৫ সালে বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হতে ২০২০-২১ অর্থবছর পর্যন্ত বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লি. কর্তৃক পরিশোধিত রয়্যালটি তথ্য (বিসিএমসিএল কর্তৃক ট্রেজারি চালানে পরিশোধিত)

সময়	বিসিএমসিএল কর্তৃক পরিশোধিত রয়্যালটি (টাকায়)
২০০৫-০৬	৫,৫৩,৯৫,৯১৮
২০০৬-০৭ ও ২০০৭-০৮	১৯,৮২,৫৩,৬৩৪.১৮
২০০৮-০৯	২২,৭২,৬১,৬৪৮.৯৩
২০০৯-১০	২৩,৩৪,৪১,১৬৬.৫৮
২০১০-১১	১৯,৩৫,৯৪,৯১৭.৫৫
২০১১-১২	৩৬,৩৬,৮১,২৮৩.১
২০১২-১৩	৩৫,৫৯,৮৭,৯৫৩
২০১৩-১৪	৩২,৪১,৯২,০৯২
২০১৪-১৫	২২,৫৩,৯১,২৯৯
২০১৫-১৬	৩১,৭৮,২৬,০০৮
২০১৬-১৭	৪৩,৬০,৮০,৯৬৯ (বকেয়াসহ)
২০১৭-১৮	৭৮,০৪,০৪,৯৭১ (বকেয়াসহ)
২০১৮-১৯	৩১,৭৩,২৯,১৪১
২০১৯-২০	৭৩,৫৯,৫৩,০০০
২০২০-২১	৬৩,৯৫,৯৩,৭২৭
মোট	**৪৭৬,৪৭,৯৪,০০১.৩৪**

দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলার দীঘিপাড়ায় কয়লা অনুসন্ধানের জন্য পেট্রোবাংলার অনুকূলে ২১.১২.২০০৮ তারিখে অনুসন্ধান লাইসেন্স প্রদান করা হয়। অনুসন্ধান কার্যক্রমের অধিকতর উন্নয়ন এবং ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে পেট্রোবাংলার সাথে সম্পাদিত উক্ত অনুসন্ধান চুক্তি ২১.১০.২০১৫ তারিখে বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড (বিসিএমসিএল) এর অনুকূলে হস্তান্তর করা হয়েছে। অনুসন্ধান লাইসেন্সের মেয়াদ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী নবায়ন করা হচ্ছে। বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড (বিসিএমসিএল) এর অধীন "Feasibility Study for Development of Dighipara Coal Field at Dighipara, Dinajpur, Bangladesh (1st Revised)" শীর্ষক প্রকল্পের কাজ গত ৩১ মার্চ ২০২০ তারিখে সমাপ্ত হয় এবং MIBRAG Consulting International GmbH, Germany; FUGRO Consult GmbH, Germany এবং Runge Pincock Minarco Limited, Australia নামক তিনটি প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে। দাখিলকৃত ফিজিবিলিটি স্টাডি রিপোর্ট পর্যালোচনার নিমিত্ত বর্তমানে বিসিএমসিএল কর্তৃক রিভিউ এর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

চিত্র: দীঘিপাড়ায় কয়লা অনুসন্ধানের জন্য ফিজিবিলিটি স্টাডি থেকে সংগৃহীত কয়লার নমুনা

৯.২ পিট

বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি)'র প্রাথমিক জরিপ অনুযায়ী মাদারীপুর জেলার চান্দা-বাঘিয়া বিল, খুলনা জেলার কোলামৌজা, মৌলভীবাজার জেলার চাতালবিল, হাকালুকি হাওরসহ সুনামগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার বিজয় নগর উপজেলায় পিট কয়লার ব্যাপক মজুদ রয়েছে। জ্বালানি হিসাবে গৃহস্থালী কাজে, ইট ভাটা, তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে সহায়ক জ্বালানি হিসেবে পিট কয়লা ব্যবহার করা যায়। প্রাথমিক জরিপ অনুযায়ী দেশে অদ্যাবধি আবিষ্কৃত প্রাপ্ত পিটের মোট মজুদের পরিমাণ প্রায় ৫১০ মিলিয়ন টন।

চিত্রঃ পিট

৯.৩ কঠিন শিলা

বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর কর্তৃক ১৯৭৪ সালে দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলায় ১২৮ মিটার গভীরতায় আবিষ্কৃত প্রিক্যামব্রিয়ান যুগের ২৫০ কোটি বছরের অতি পুরাতন কঠিন শিলা আবিষ্কৃত হয়। কঠিন শিলা উত্তোলনের লক্ষ্যে বিএমডি গত ১১.০৭.১৯৯৪ তারিখে পেট্রোবাংলার অনুকূলে কঠিন শিলা খনি ইজারা মঞ্জুরি প্রদান করে। বর্তমানে পেট্রোবাংলার অধীন মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড (এমজিএমসিএল) খনি হতে কঠিন শিলা উত্তোলন করছে। এমজিএমসিএল কর্তৃক প্রথমে খনি উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় নভেম্বর/২০০৫ পর্যন্ত সহজাত হিসেবে এবং অক্টোবর/২০০৬ পর্যন্ত Trial/Testing Production এর আওতায় কঠিন শিলা উত্তোলন শুরু হয়। পরবর্তীতে মে/২০০৭ হতে বণিজ্যিকভাবে কঠিন শিলা উত্তোলন কার্যক্রম শুরু হয়ে অদ্যবধি চলমান রয়েছে। উত্তোলিত কঠিন শিলা দেশের অবকাঠামো উন্নয়নে যথেষ্ট অবদান রাখাসহ সরকারি রাজস্ব আদায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

চিত্রঃ মধ্যপাড়া কঠিন শিলা খনির স্টকইয়ার্ড

৯.৪ সাধারণ পাথর/বালু মিশ্রিত পাথর

তেল ও গ্যাস ব্যতীত দেশে প্রাপ্ত অন্যান্য খনিজ সম্পদসমূহের মধ্যে সাধারণ পাথর/বালু মিশ্রিত পাথর অন্যতম। খনি ও খনিজ সম্পদ (নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন) আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সালের ৩৯ নং আইন) এবং উক্ত আইনের ধারা ৬ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে দেশের সিলেট, সুনামগঞ্জ, পঞ্চগড়, লালমনিরহাট ও বান্দরবান পার্বত্য জেলার সরকারি খাস খতিয়ানভুক্ত জমির পাথর কোয়ারিসমূহ বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি) কর্তৃক জরিপকার্য পরিচালনা করে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক খনিজ সম্পদ হিসেবে গেজেটভুক্ত করা হয়েছে যা ১৪ মার্চ, ২০১৩ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে। গেজেটভুক্ত এলাকা ছাড়াও বর্ণিত জেলাসমূহে এবং নীলফামারী জেলায় ব্যক্তি মালিকানাধীন ভূমিতেও পাথরের মজুদ রয়েছে মর্মে জানা যায়।

চিত্রঃ সাধারণ পাথর/বালু মিশ্রিত পাথর কোয়ারিতে স্তূপকৃত পাথর

৯.৪.১ গেজেটভুক্ত পাথর কোয়ারিসমূহের সংক্ষিপ্ত তথ্য

জেলা	কোয়ারির সংখ্যা	আয়তন (হেক্টর)	আনুমানিক মজুদ (মিলিয়ন ঘনফুট)	প্রতি বছর গড়ে উত্তোলনযোগ্য পাথরের পরিমাণ (ঘনফুট)
সিলেট	০৮	৯১৪.৯৩	৭০৯.৩১	২,৪৫,০৮৩৩৯
সুনামগঞ্জ	০২	৩০৩.৩১	৫৫.০৪	১৩,২২,৬০৭
পঞ্চগড়	১৮	৭১৪.৫৩	৩২.৭৮	১,৫৩,৩৬৮০
লালমনিরহাট	১১	৩২.০২	৪.৯৪	১,৮৮,৫১২০
পার্বত্য জেলা বান্দরবান	১০	-	-	-
সর্বমোট	৪৯	১৯৬৪.৭৯	৮০২.০৭	২,৯২,৪৯,৭৪৬

খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ এর বিধি ৭৮ অনুযায়ী সাধারণ পাথর/বালু মিশ্রিত পাথর কোয়ারি ইজারা সংক্রান্ত জেলা কমিটির সুপারিশ ও সরকারের অনুমোদনক্রমে খাস খতিয়ানভুক্ত পাথর কোয়ারিসমূহ ইজারা প্রদানের বিধান রয়েছে। কোয়ারি এলাকার পরিবেশ, প্রতিবেশ এবং সর্বোপরি পরিবেশবাদীদের মামলার বিষয়টি বিবেচনা করে সরকার কর্তৃক সকল প্রকার কোয়ারি ইজারা প্রদান না করার নীতিগত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। খনিমুখে প্রতি ঘনফুট পাথরের মূল্য সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলার জন্য ৪৮ টাকা এবং পঞ্চগড় ও লালমনিরহাট জেলার জন্য ৩৮ টাকা সরকার কর্তৃক নির্ধারণ করা হয়েছে। খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ এর ১১ তম তফসিল মোতাবেক খনি মুখে প্রতি ঘনফুট পাথরের মূল্যের ১৫% হারে রয়্যালটি আদায়ের বিধান রয়েছে। সে হিসেবে সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলার জন্য ৭.২ টাকা এবং পঞ্চগড় ও লালমনিরহাট জেলার জন্য ৫.৭ টাকা হারে সরকার রয়্যালটি পেয়ে থাকে।

৯.৫ সিলিকা বালু

খনি ও খনিজ সম্পদ (নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন) আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সালের ৩৯ নং আইন) এবং উক্ত আইনের ধারা ৪ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে প্রণীত খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ এর বিধি ২(২৫) অনুযায়ী যে সমস্ত বালুতে ৯০% এর অধিক সিলিকন-ডাই-অক্সাইড (SiO_2) রয়েছে সে বালুকে 'সিলিকা বালু' বলা হয়। সিলিকা বালু গ্লাস ও সিরামিক শিল্পে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহারের পাশাপাশি নির্মাণ কাজেও ব্যবহৃত হয়। খনিজ সম্পদসমূহের মধ্যে সিলিকা বালু একটি অন্যতম খনিজ সম্পদ। দেশের সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, কুমিলা ও চট্টগ্রাম জেলায় সিলিকা বালু পাওয়া যায়। বিদ্যমান আইন ও বিধিমালার আলোকে সিলেট, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলার সরকারি খাস খতিয়ানভুক্ত ভূমির সিলিকা বালু কোয়ারিসমূহ জিএসবি কর্তৃক জরিপ কার্য পরিচালনা করে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক খনিজ সম্পদ হিসেবে গেজেটভুক্ত করা হয়েছে, যা ২৭ জুন, ২০১৩ খ্রি. তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে। গেজেটভুক্ত এলাকা ছাড়াও বর্ণিত জেলাসমূহে ব্যক্তিমালিকানাধীন ভূমিতে সিলিকাবালুর মজুদ রয়েছে। গেজেটভুক্ত সিলিকা বালু কোয়ারিসমূহের সংক্ষিপ্ত তথ্য:

জেলা	কোয়ারির সংখ্যা	আয়তন (হেক্টর)
সিলেট	০৩	১০.৭৬
মৌলভীবাজার	৫২	১১৪.১১
হবিগঞ্জ	২৩	২০৭.৪১
সর্বমোট	৭৮	৩৩২.২৮

প্রতিবছর বর্ষা মৌসুমে স্থানীয় ও পাহাড়ি ঢলের দ্বারা কোয়ারিসমূহে সিলিকা বালুর সঞ্চায়ন ঘটায় মজুদের তারতম্য ঘটে। খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ এর বিধি ৭৮ অনুযায়ী সিলিকা বালু কোয়ারি ইজারা সংক্রান্ত জেলা কমিটির সুপারিশ ও সরকারের অনুমোদনক্রমে খাস খতিয়ানভুক্ত/গেজেটভুক্ত সিলিকা বালু কোয়ারিসমূহ ইজারা প্রদানের বিধান রয়েছে। সিলিকা বালু কোয়ারিসমূহ খনিজ সম্পদ হিসেবে তালিকাভুক্ত হওয়ার পর প্রাথমিকভাবে ১৪২১-১৪২২ বাংলা সন হতে খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি) কর্তৃক ইজারা প্রদান কার্যক্রম শুরু করা হয়। ১৪২১-১৪২২ বাংলা সনে খাস খতিয়ানভুক্ত ৩৪টি সিলিকা বালু কোয়ারি এবং ব্যক্তিমালিকানাধীন জমিতে অবস্থিত ১৬টি সিলিকা বালু কোয়ারিসহ সর্বমোট ৫০ টি কোয়ারি ইজারা প্রদান করে বিএমডি প্রায় ৬ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা প্রদান করে। পরবর্তীতে দ্বিতীয় ধাপে ১৪২৩-১৪২৪ বাংলা সন মেয়াদে ইজারা প্রদান কার্যক্রম শুরু করা হলে মৌলভীবাজার জেলার সদর, শ্রীমঙ্গল, কমলগঞ্জ, রাজনগর, কুলাউড়া ও বড়লেখা উপজেলার পাহাড়ী ছড়াসমূহ পরিবেশগত প্রভাব নিরুপণ ছাড়াই ইজারা প্রদানের বিরুদ্ধে মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি (BELA) কর্তৃক দায়েরকৃত রিট পিটিশন নং-২৯৪৮/২০১৬ চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হওয়ায় বর্ণিত মামলার আদেশ অনুযায়ী গেজেটভুক্ত/খাস খতিয়ানভুক্ত ভূমির সিলিকা বালু কোয়ারিসমূহ ইজারা প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে ২০২০-২১ অর্থ বছরে গেজেটভুক্ত/খাস খতিয়ানভুক্ত ভূমির সিলিকা বালু কোয়ারিসমূহ ইজারা কার্যক্রম শুরু হয় এবং চূড়ান্তভাবে ০৪ টি সিলিকা বালু কোয়ারি ইজারা প্রদান করা হয়েছে।

চিত্র: সিলিকা বালু

৯.৬ সাদামাটি

খনি ও খনিজ সম্পদ (নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন) আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সালের ৩৯নং আইন) এর ধারা ২(খ)(অ) এর বিধানমতে সিরামিক, রিফ্র্যাক্টরী ও শোষণক্ষম সম্বন্ধীয় জিনিস তৈরীতে ব্যবহৃত ক্লে বা সাদামাটি/চিনামাটি (White Clay/China Clay) একটি খনিজ সম্পদ। খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ এর আলোকে সাদামাটি উত্তোলন ও বিপণন নির্দেশিকা, ২০১৪ প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত নির্দেশিকা অনুযায়ী ৭ (সাত) সদস্য বিশিষ্ট জেলা মনিটরিং কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটি সাদামাটি কোয়ারি ইজারা প্রদান, সাদামাটি উত্তোলন ও অপসারণসহ সকল কার্যক্রম পরিচালনা করে।

সাদামাটি আধুনিক জীবনযাত্রার প্রয়োজনের নিরিখে একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদ। ঘর-গৃহস্থালির নানাবিধ তৈজস সিরামিক সামগ্রী, টাইলস ইত্যাদি ছাড়াও ইনসুলেটর, রিফ্র্যাক্টরী, ঔষধ, কাঁচ ও কাগজ শিল্পে এর ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। সাদামাটিতে সিলিকন, অ্যালুমিনিয়াম, আয়রন, টিটেনিয়াম, ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম প্রভৃতি রাসায়নিক উপাদানসমূহ রয়েছে। মনিকতাত্ত্বিক (Mineralogical) দিক দিয়ে সাদামাটি/চিনামাটির মূল মনিক কেওলিনাইট (Kaolinite)। প্রযুক্তির দ্রুত রূপান্তর ও নতুন নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবনের ব্যবহারের পরিসর বৃদ্ধি পাওয়ায় সাদামাটির আর্থিক ও ব্যবহারিক উপযোগিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্ব ও পূর্ব এলাকার পাহাড় এবং পাহাড়ের পাদদেশে পাললিক শিলাস্তর (Sedimentary Rock) এ বিদ্যমান এ সাদামাটি দেশের খনিজ সম্পদসমূহের মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। নেত্রকোনা, ময়মনসিংহ, শেরপুর, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও চট্টগ্রামে জেলায় সাদামাটি পাওয়া যায়।

নেত্রকোনা জেলার দূর্গাপুর উপজেলা ও ময়মনসিংহ জেলার ধোবাউড়া উপজেলায় বিভিন্ন মৌজায় সাদামাটির কোয়ারি এলাকায় যে সাদামাটি পাওয়া যায় সে সব সাদামাটির গুণগতমান মোটামুটি ভাল। নেত্রকোনা জেলার দূর্গাপুর উপজেলায় ১০ টি প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তির অনুকূলে এবং ময়মনসিংহ জেলার ধোবাউড়া উপজেলায় ৪ টি প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তির অনুকূলে সাদামাটি কোয়ারি ইজারা প্রদান করা হয়েছে। সে প্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠানগুলো কোয়ারি কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছিল। কিন্তু পরিবেশ অধিদপ্তর হতে গত ২০০৭ সালে এ মর্মে প্রজ্ঞাপন জারী করে যে "সরকারী, আধা-সরকারী বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন বা দখলাধীন কিংবা ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান বা কোন ব্যক্তি কর্তৃক পাহাড় ও টিলা কর্তন অথবা মোচন নিষিদ্ধ করা হইল। তবে শর্ত থাকে যে, অনিবার্য প্রয়োজনে, পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণ সাপেক্ষে পাহাড় ও টিলা কর্তন অথবা মোচন করা যাইবে"। সে পরিপ্রেক্ষিতে খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক সাদামাটি কোয়ারিসমূহের কার্যক্রম বন্ধ করা হয়। ইজারাগ্রহীতাগণ পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরে আবেদন করেন। পরিবেশগত ছাড়পত্র না পাওয়ায় ইজারাগ্রহীতাগণ আলাদা আলাদা ভাবে মহামান্য হাইকোর্টে রিট পিটিশন দায়ের করেন। বিএমডি কর্তৃক মঞ্জুরিকৃত নেত্রকোনা জেলার দূর্গাপুর উপজেলায় ৫(পাঁচ)টি ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান রিট পিটিশন এর আদেশে এবং কোর্টের আদেশ ছাড়া সরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ইনসুলেটর এন্ড স্যানিটারি ওয়্যার ফ্যাক্টরি (বিআইএসএফ)-সহ মোট ৬ (ছয়) টি ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান সাদামাটি কোয়ারি কার্যক্রম পরিচালনা করছিল। কিন্তু গত ১৫ মার্চ ২০১৬ তারিখ বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি (বেলা) মহামান্য হাইকোর্টে রিট পিটিশন নং ১১৩৭৩/২০১৫ দায়ের করে। উক্ত রিট পিটিশনের আদেশে বর্তমানে নেত্রকোনা জেলার দূর্গাপুর উপজেলায় সাদামাটির কোয়ারি কার্যক্রম বন্ধ আছে। এছাড়া, ময়মনসিংহ জেলার ধোবাউড়া উপজেলায় ১ (এক) টি ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান রিট পিটিশন এর আদেশে সাদামাটি কোয়ারি কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

চিত্রঃ সাদামাটি কোয়ারি

৯.৭ খনিজ বালু

আমাদের দেশের কক্সবাজার, টেকনাফ, মহেশখালী, পটুয়াখালী, ভোলা অর্থাৎ সমুদ্র উপকূলীয় এলাকায় এবং নদী তীরবর্তী চর এলাকায় খনিজ বালুর সন্ধান পাওয়া যায়। খনিজ বালুর মধ্যে জিরকন, গার্নেট, লিওককসিন, মোনাজাইট, রুটাইল, ইলমেনাইট এবং মেগনেটাইট প্রধান। এ জাতীয় খনিজ বালু অত্যন্ত মূল্যবান এবং এর বহুবিধ ব্যবহার বিদ্যমান। এ খনিজ বালু সাবান, ঔষধ শিল্পে মসৃন ও চকচকে করার কাজে ব্যবহৃত হয়। জিরকন আণবিক/পারমাণবিক চুল্লীর আবরণে ব্যবহৃত হয়। তাপ ও ক্ষয়রোধক কম্পিউটার ডিস্ক, লাইন প্রিন্টার, বৈদ্যুতিক মটর, আণবিক/পারমাণবিক চুল্লীর প্রলেপ, টেলিভিশন টিউবসহ নানাবিধ কাজে ব্যবহার করা হয়। এ সকল খনিজ বালু নিয়ে এখন পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কোন কাজ হয়নি। বাংলাদেশ আণবিক শক্তি কমিশন খনিজ বালুর উপস্থিতি নিশ্চিত করলেও এসব খনিজ বালুর মাত্রা, বিভিন্ন খনিজ বালুর অনুপাত, এলাকা চিহ্নিতকরণ, পরিবেশের উপর এর প্রভাব, ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে ব্যাপক কোন সমীক্ষা করা হয়নি।

১০.০ ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বিভিন্ন খনিজ হতে আদায়কৃত রাজস্ব

খনিজের নাম	আদায়কৃত রাজস্ব
কয়লা	৬৩,৭০,৬৮,৭২৭/-
কঠিন শিলা	৪,০৬,৫০,২৫৩/-
সিলিকা বালু	৭,১৮,০৫,৭১১/-
সাধারণ বালু	১,০৩,৪৯৪/-
সাদামাটি	৮,৪৪,০০০/-
অন্যান্য (বার্ষিক ফি/ইজারা ফি, সাধারণ বালু, দন্ড ফি)	১,৮৭,৯৭,৪৭২/-
সর্বমোট	**৭৬,৯২,৬৯,৬৫৭/-**

১১.০ খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক বিভিন্ন খনি এবং কোয়ারি পরিদর্শন

ইজারাগ্রহীতা কর্তৃক দেশের বিভিন্ন খনি ও কোয়ারিতে খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ এর বিধি-বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করে খনি এবং কোয়ারি কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে কিনা তা তদারকির জন্য বিএমডি কর্তৃক নিয়মিত সরেজমিন পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

চিত্র: বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি পরিদর্শন

চিত্র: দীঘিপাড়া কয়লা খনি পরিদর্শন

চিত্র: মধ্যপাড়া কঠিন শিলা খনি পরিদর্শন

চিত্রঃ বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি পরিদর্শন

চিত্রঃ সাদামাটি কোয়ারি পরিদর্শন

চিত্রঃ সাধারণ পাথর/বালুমিশ্রিত পাথর কোয়ারি পরিদর্শন

চিত্র: সিলিকাবালু খোয়ারি পরিদর্শন

১২.০ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA)

সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Government Performance Management System) এর আওতায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সঙ্গে খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২৮ জুলাই, ২০২০ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরের স্বাক্ষরিত কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী বিএমডির স্কোর ৯৮.৫৪ (অর্জন)।

১৩.০ ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মূল্যায়ন প্রতিবেদন ছক

কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objective)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	লক্ষ্য মাত্রা/ অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২০-২১ (Target /Criteria Value for FY 2020-21)						সাফল্য
						অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	চলমান	বার্ষিক অর্জন
						১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
[১] খনিজ সম্পদের রয়্যালটি ও সরকারি অন্যান্য রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায়	৫০	[১.১] মজুদ নির্ণয়, মূল্য নির্ধারণ ও রয়্যালটি নির্ধারণ	১.১.১] মজুদ নির্ণয়, মূল্য নির্ধারণ ও রয়্যালটি নির্ধারণকৃত	কোটি টাকা	লক্ষ্য মাত্রা	৪০	৩৬	৩২	২৮	২৪		৭৬.৯১
[২] খনিজ সম্পদের অবৈধ উত্তোলন রোধ ও পরিদর্শন	২০	[২.১] সরেজমিন পরিদর্শন ও প্রতিবেদন প্রণয়ন	[২.১.১] সরেজমিন পরিদর্শন ও প্রতিবেদন প্রণয়নকৃত	সংখ্যা	লক্ষ্য মাত্রা	২৫	২৩	২০	১৮	১৫		২৬
[৩] খনিজ সম্পদের বিভিন্ন উৎস অনুসন্ধান, উন্নয়ন ও আহরণ ব্যবস্থাপনা।	৫	[৩.১] অনুসন্ধান লাইসেন্স, খনি ইজারা ও কোয়ারি ইজারা প্রদান	[৩.১.১] অনুসন্ধান লাইসেন্স, খনি ইজারা ও কোয়ারি ইজারা প্রদানকৃত	সংখ্যা	লক্ষ্য মাত্রা	৫	৫	৪	৪	৩		৫

কলাম-১	কলাম-২	কলাম-৩	কলাম-৪		কলাম-৫	কলাম-৬					সাফল্য
কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicator)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of PI)	লক্ষ্যমাত্রার মান (২০২০-২১) (Target Value (2020-21)					বার্ষিক অর্জন
						অসাধারণ (Excellent)	অতি উত্তম (Very Good)	উত্তম (Good)	চলতি মান (Fair)	চলতি মানের নিম্নে (Poor)	
						১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	-
[১] দাপ্তরিক কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ	১০	[১.১] বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন	[১.১.১] বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির সকল ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	সংখ্যা	২	৪	-	-	-	-	৪
			[১.১.২] এপিএ টিমের মাসিক সভা অনুষ্ঠিত	সংখ্যা	১	১২	১১	-	-	-	১২
		[১.২]শুদ্ধাচার/উত্তম চর্চার বিষয়ে অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময়	[১.২.১] মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত	সংখ্যা	২	৪	৩	২	-	-	৪
		[১.৩] অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বিষয়ে সেবাগ্রহীতা/অংশীজনদের অবহিতকরণ	[১.৩.১] অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত	সংখ্যা	১	৪	৩	২	-	-	৪
		[১.৪] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে সেবাগ্রহীতাদের অবহিতকরণ	[১.৪.১]অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত	সংখ্যা	২	৪	৩	২	-	-	৪
		[১.৫] তথ্য আদান প্রদান হালনাগাদ সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ	[১.৫.১] ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রেরিত	সংখ্যা	২	৪	৩	-	-	-	৪

কলাম-১	কলাম-২	কলাম-৩	কলাম-৪		কলাম-৫	কলাম-৬					সাফল্য
কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicator)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of PI	লক্ষ্যমাত্রার মান (২০২০-২১) (Target Value (2020-21)					বার্ষিক অর্জন
						অসাধারণ (Excellent)	অতি উত্তম (Very Good)	উত্তম (Good)	চলতি মান (Fair)	চলতি মানের নিম্নে (Poor)	
						১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	-
[২] কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি	০৯	[২.১] ই-নথি বাস্তবায়ন	[২.১.১]ই-নথিতে নোট নিষ্পত্তিকৃত	%	২	৮০	৭০	৬০	-	-	৮০
		[২.২] ডিজিটাল সেবা চালুকরণ	[২.২.১] ন্যূনতম একটি নতুন ডিজিটাল সেবা চালুকৃত	তারিখ	২	১৫.০২.২০২১	১৫.০৩.২০২১	১৫.০৪.২০২১	১৫.০৫.২০২১	-	১.০৩.২০২১
		[২.৩] সেবা সহজিকরণ	[২.৩.১] সেবা সহজিকরণ অধিক্ষেত্রে বাস্তবায়িত	তারিখ	২	২৫.০২.২০২১	২৫.০৩.২০২১	২৫.০৪.২০২১	২৫.০৫.২০২১	-	২৮.১২.২০২০
		[২.৪] কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	[২.৪.১] প্রত্যেক কর্মচারীর জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজিত	জনঘন্টা	১	৫০	৪০	৩০	২০	-	৫০.৭৫
			[২.৪.২] ১০ম গ্রেড ও তদুর্ধ্ব প্রত্যেক কর্মচারীকে এ পিএ বিষয়ে প্রদত্ত প্রশিক্ষণ	জনঘন্টা	১	৫	৪	-	-	-	৬.২
		[২.৫] এপিএ বাস্তবায়নে প্রনোদনা প্রদান	[২.৫.১] ন্যূনতম একটি আওতাধীন দপ্তর/একজন কর্মচারীকে এপিএ বাস্তবায়নের জন্য প্রনোদনা প্রদানকৃত	সংখ্যা	১	১	-	-	-	-	১

কলাম-১	কলাম-২	কলাম-৩	কলাম-৪		কলাম-৫	কলাম-৬					সাফল্য
কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicator)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of PI)	লক্ষ্যমাত্রার মান (২০২০-২১) (Target Value (2020-21)					বার্ষিক অর্জন
						অসাধারণ (Excellent)	অতি উত্তম (Very Good)	উত্তম (Good)	চলতি মান (Fair)	চলতিমানের নিম্নে (Poor)	
						১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	-
[৩] আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	৬	[৩.১] বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[৩.১.১] ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্রয় সম্পাদিত	%	১	১০০%	৯০	৮০	-	-	১০০
		[৩.২] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)/বাজেট বাস্তবায়ন	[৩.২.১] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)/বাজেট বাস্তবায়িত	%	২	১০০	৯০	৮০	-	-	৮২
		[৩.৩] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কার্যক্রমের উন্নয়ন	[৩.৩.১] ত্রিপক্ষীয় সভায় উপস্থাপনের জন্য মন্ত্রনালয়ে প্রস্তাব প্রেরিত	%	১	৮০	৭০	৬০	৫০	-	১০০
			[৩.৩.২] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত	%	১	৫০	৪০	৩০	২৫	-	-
		[৩.৪] স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির তালিকা প্রস্তুত ও হালনাগাদকরণ	[৩.৪.১] স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির তালিকা প্রস্তুতকৃত ও হালনাগাদকৃত	তারিখ	১	১৫.১২.২০২০	১৪.০১.২০২১	১৫.০২.২০২১			২৯.১০.২০২০

ফটো
গ্যালারী
২০২০
২১

চিত্র: সরকারি পর্যায়ে পালিত কর্মসূচিতে বিএমডির অংশগ্রহণ

চিত্রঃ সরকারি পর্যায়ে পালিত কর্মসূচিতে বিএমডির অংশগ্রহণ

চিত্রঃ মহাপরিচালক মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত
বিএলডির অভ্যন্তরীণ সমন্বয় সভার একাংশ

চিত্র: প্রত্যেক কর্মকর্তা-কর্মচারীর জন্য বাৎসরিক ৬০ ঘন্টাব্যাপী
প্রশিক্ষণ কর্মসূচির অংশ হিসেবে আয়োজিত ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের একাংশ

চিত্র: প্রত্যেক কর্মকর্তা-কর্মচারীর জন্য বাৎসরিক ৬০ ঘন্টাব্যাপী
প্রশিক্ষণ কর্মসূচির অংশ হিসেবে আয়োজিত ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের একাংশ

১৫.০ মুজিববর্ষ উদযাপনঃ

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী পালনের জন্য ঘোষিত হয় মুজিববর্ষ (২০২০-২০২১)। বঙ্গবন্ধুর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ, বিশেষ করে বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রেক্ষাপট তরুণ প্রজন্মের কাছে তুলে ধরাই এর উদ্দেশ্য। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ স্মরণ করে রাখতে খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-তে মুজিব কর্ণার স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এখানে স্থান পেয়েছে বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বই, প্রামাণ্যচিত্র, বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে প্রকাশিত গুরুত্বপূর্ণ বইসহ ঐতিহাসিক বিষয়াদি। কর্ণারের শুভ উদ্বোধন করেন জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ আনিছুর রহমান। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন বিএমডির মহাপরিচালক জনাব মোঃ নুরুন্নবী এবং সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ।

চিত্রঃ মুজিব কর্ণার উদ্বোধন

১৬.০ ২০২০-২০২১ অর্থবছরে খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর সার্বিক কর্মকাণ্ড ও সাফল্য:

(১) খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর ২০২০-২০২১ অর্থবছরের রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৫০.৪০ (পঞ্চাশ কোটি চল্লিশ লক্ষ) কোটি টাকা। বিশ্ব মহামারী কোভিড-১৯ (করোনা ভাইরাসজনিত রোগ)-এর বিস্তার সত্ত্বেও বিএমডি বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি ও মধ্যপাড়া কঠিন শিলা খনি হতে প্রাপ্ত রয়্যালটিসহ সাধারণ পাথর/বালু মিশ্রিত পাথর এবং সিলিকাবালু কোয়ারির ইজারা বাবদ ২০২০-২০২১ অর্থবছরে মোট ৭৬.৯৩ (ছিয়াত্তর কোটি তিরানব্বই লক্ষ) কোটি টাকা রাজস্ব আদায় করেছে;

(২) বিশ্ব মহামারী কোভিড-১৯ এর বিস্তারের কারণে বিএমডির ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আবশ্যকীয় বিষয়সমূহের অর্জন বাধাগ্রস্ত হলেও ২০২০-২১ অর্থবছরে বিএমডির অর্জন তুলনামূলকভাবে সন্তোষজনক;

(৩) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২০২১ এ অন্তর্ভূক্ত লক্ষ্যমাত্রার ৯৫% এর অধিক অর্জন করা সম্ভব হয়েছে;

(৪) ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বিএমডি কর্তৃক ০১ (এক) টি অনুসন্ধান লাইসেন্স প্রদান করা হয় এবং ০৪ (চার) টি সিলিকা বালু কোয়ারি ইজারা প্রদান করা হয়েছে। সিলিকাবালু কোয়ারি ইজারা কার্যক্রম অনলাইনে সম্পন্ন করা হয়েছে;

(৫) মানব সম্পদ উন্নয়নে খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি) সর্বদা সচেষ্ট। বিএমডিকে একটি গতিশীল প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে বিএমডির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যথাযথ ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। দেশীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে বিএমডির কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অংশগ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়; এবং

(৬) বিএমডির জনবল কাঠামোর শূন্য পদগুলো নিয়োগ বিধি অনুযায়ী পূরণের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

১৭.০ আর্থিক কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি) খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ অনুসারে দেশে প্রাপ্ত খনিজ সম্পদ (তেল ও গ্যাস ব্যতীত)-এর অনুসন্ধান লাইসেন্স, খনি ইজারা ও কোয়ারি ইজারার মাধ্যমে ইজারাগ্রহীতাদের নিকট হতে রাজস্ব (রয়্যালটি, বার্ষিক ফি ইত্যাদি) আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করে থাকে। সরকারের নির্দেশনা অনুসারে বিএমডির রাজস্ব আদায় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিগত ৫ বছরে বিএমডির মোট রাজস্ব আদায় ছিল প্রায় ৩২৮.৯৪ কোটি টাকা এবং একই সময়ে বিএমডির মোট ব্যয় ছিল মাত্র ৮.৪৬ কোটি টাকা। বিএমডির জনবল বৃদ্ধির মাধ্যমে বিএমডিকে একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা সম্ভব হলে দেশের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ খাত হতে রাজস্ব আদায় যেমন বৃদ্ধি করা সম্ভব তেমনি রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদসমূহের সুরক্ষা ও যথাযথ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর বিগত ৫ বছরে রাজস্ব আদায় ও ব্যয়ের চিত্র নিম্নরূপ: (কোটি টাকায়)

অর্থবছর	রাজস্ব আদায়	দাপ্তরিক ব্যয়
২০১৬-১৭	৩৫.৪১	০.৭১
২০১৭-১৮	৯৮.৮৭	১.৭৫
২০১৮-১৯	৪৬.০৩	১.৮০
২০১৯-২০	৭১.৭১	২.১০
২০২০-২১	৭৬.৯৩	২.১০
মোট	৩২৮.৯৪	৮.৪৬

১৮.০ মানব সম্পদ উন্নয়ন

মানব সম্পদ উন্নয়নে খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি) সর্বদা সচেষ্ট। বিএমডিকে একটি গতিশীল প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে বিএমডির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বছরব্যাপী ৬০ জনঘণ্টা ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দক্ষ প্রশিক্ষক দ্বারা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। দেশীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অংশগ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। তবে কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে ২০২০-২১ অর্থবছরে এসব প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করা সম্ভব হয় নি।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের দেশীয় প্রশিক্ষণ:
৬০ জনঘণ্টা ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণের সংখ্যা	জনঘণ্টা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
২২ টি	৬০	২০

১৯.০ সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ

১৯.১ প্রধান সমস্যাসমূহ

(ক) নিজস্ব অফিস না থাকায় জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অধীন অন্য একটি দপ্তরের একটি মাত্র ফ্লোরে দাপ্তরিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হচ্ছে;
(খ) প্রয়োজনীয় লোকবল সংকট;
(গ) জেলা/বিভাগীয় পর্যায়ে আঞ্চলিক অফিস না থাকা;
(ঘ) খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ এর কতিপয় বিধি প্রয়োগে জটিলতা ও অস্পষ্টতা;
(ঙ) বিএমডির কার্যক্রম বিভিন্ন দপ্তরের সাথে সংশ্লিষ্টতা থাকায় কাজের দীর্ঘসূত্রিতা সৃষ্টি হয়;
(চ) উচ্চ আদালতে নিষ্পন্নযোগ্য মামলা নিষ্পত্তির জন্য নিজস্ব আইন কর্মকর্তা না থাকা;
(ছ) মামলার দীর্ঘসূত্রিতা।

১৯.২ চ্যালেঞ্জসমূহ:

(ক) নিজস্ব অফিস ভবন স্থাপন;
(খ) খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরোর নিয়োগবিধি, ২০১৪ অনুযায়ী জনবল নিয়োগ করা;
(গ) খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ হালনাগাদ করা।

২০.০ ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলা করে বিএমডিকে একটি আধুনিক ও গতিশীল রাজস্ব আদায়কারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তুলতে নিম্নবর্ণিত প্রস্তাবনা রয়েছে:

(ক) প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন: ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যকে সামনে রেখে এবং জনগণের দোরগোড়ায় সহজে ও দ্রুততম সময়ে সেবা পৌঁছানোর নিমিত্ত বিএমডি কর্তৃক প্রদত্ত প্রচলিত সেবাসমূহকে ২০২২ সালের মধ্যে ই-সেবায় রূপান্তর;

(খ) শাখা অফিস স্থাপন: খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান, উত্তোলন/আহরণ কার্যক্রমের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে খনিজ সম্পদ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় শহরে নিজস্ব শাখা অফিস স্থাপন;

(গ) মানব সম্পদ উন্নয়ন: জনবল নিয়োগ ও নিয়োগকৃত জনবলকে দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

২১.০ উপসংহার

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অধীন একটি দপ্তর যা তেল, গ্যাস (ব্যতীত) সারা দেশে প্রাপ্ত অন্যান্য খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা করে থাকে। সরকারের একটি রাজস্ব আদায়কারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিএমডি কাজ করে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্বে ১৯৬২ সালে বিএমডি তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্প ও প্রাকৃতিক সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রাদেশিক সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের অধীন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আসার পর সোনার বাংলার আধুনিকায়নে দৃঢ় প্রত্যয়ে ঘোষণা করেন ভিশন ২০২১ এবং স্বোচ্চার কণ্ঠে ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা হিসাবে দেশের প্রতিটি ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন করেন। তারই অংশ হিসেবে রাজস্ব আদায়কারী সকল প্রতিষ্ঠান গতিশীলতা লাভ করে। খনি ও খনিজ সম্পদ (নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন) আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সালের ৩৯ নং আইন) এবং উক্ত আইনের ৪ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতায় ২০১২ সালে প্রণীত হয় খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২। তেল ও গ্যাস ব্যতীত সারা দেশের প্রাপ্ত খনিজের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনাসহ অনুসন্ধান লাইসেন্স, খনি ও কোয়ারি ইজারা প্রদানের কার্যক্রম শুরু হয় তথা সারাদেশে বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাকৃতিক খনিজ সম্পদের অনুসন্ধান কার্যক্রম শুরু হয়। দেশের বিভিন্ন বিভাগের সম্ভাব্য খনিজ সম্পদের প্রাপ্ত অনুসন্ধানভিত্তিক তথ্য অনুযায়ী প্রকাশিত হয় খনিজ সম্পদের অধিক্ষেত্রভুক্ত এলাকা নির্ণয় এবং গেজেটভুক্তকরণ তালিকা। বিএমডি ২০২০-২১ অর্থবছরে সর্বমোট ৭৬.৯৩ (ছিয়াত্তর কোটি তিরানব্বই লক্ষ) কোটি টাকা রাজস্ব আদায় করে যা দেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রাকে বেগবান করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

“খনিজ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা করি
উন্নত বাংলাদেশ গড়ি”

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়